জানবার কথা

জানবার কথা

[তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য]

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বসু এম. এ. বি. টি.

শিক্ষক, মধুদিয়া ইচ্ছাময়ী ইন্‌স্টিটিউশন (খুলনা)

ও

শ্রীসুনীল কুমার বসু

শিক্ষক, হাবড়া আশুতোষ নগর, শ্রী-বিদ্যালয়—২৪ পরগনা ।

সম্পাদিত

—প্রাপ্তিস্থান—

ঘোষ ব্রাদার্স এণ্ড কোং

[পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক]

২০৬, কর্ণওআলিশ ষ্ট্রীট (রুম নং—৯)

কলিকাতা—৬

মূল্য ১·০ মাত্র

—প্রকাশক—
শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ,
হাবড়া,
২৪ পরগণা

—প্রাপ্তিস্থান—

জাতীয় পুস্তকালয়	হাবড়া
বুক সাপ্লাই এজেন্সি	ব্যারাকপুর
ডায়মণ্ড লাইব্রেরী	ডায়মণ্ডহারবার
বুক সিণ্ডিকেট	কালীঘাট
এইচ. সি. নাথ	ভবানীপুর
তারা লাইব্রেরী	বারাসত
মজুমদার ব্রাদার্স	কাটোয়া
বাণী বিতান	বনগাঁ ও গোবরডাঙ্গা
জানকীনাথ নিয়োগী	আড়ংঘাটা
রাখালচন্দ্র নাথ	বসিরহাট
ফ্রেণ্ডস্ স্টোর	রাণাঘাট

মফঃস্বলের প্রধান প্রধান দোকানে পাওয়া যায়।
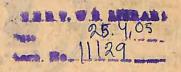
উমাশঙ্কর প্রেস
শ্রীঅনাদি নাথ কুমার
কর্তৃক মুদ্রিত।
১২ নং, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৬
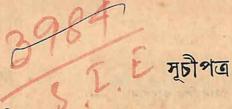
সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গদেশ—পশ্চিম বঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ ১

বিভিন্ন দিকে বাঙালী ৯

প্রাচীন, মধ্য, এবং বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী ... ১০

মনে রেখো ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষের কথা ... ২২

ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম বাঙালী ২৭

প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের কীর্তি ... ২৯

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য-নিবাস ৩১

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থস্থান ... ৩১

ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, উচ্চ এবং উৎকৃষ্ট ... ৩২

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্র ৩৩

ভারতে প্রচলিত প্রধান প্রধান ভাষা ... ৩৪

প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ... ৩৪

ভারতের কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে স্থাপিত ... ৩৫

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্র ... ৩৫

ভারতের প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারীং কীর্তি ... ৩৬

ভারতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ... ৩৬

ভারতের বৃহৎ লৌহ কারখানা ৩

ভারতের রেলপথ ৩৭

বিষয়			পৃষ্ঠা
ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান প্রধান শিল্প কারখানা		...	৩৮
কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা	...	...	৩৯
ভারতীয় শাসন তন্ত্রের বিবর্তন	...	...	৪২
ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ক্রমবিকাশ		...	৪৩
ভারতের বিবিধ সংবাদ	...	...	৪৪

তৃতীয় অধ্যায়

পাকিস্তানের কথা	...	...	৫১

চতুর্থ অধ্যায়

পৃথিবীর কথা	...	...	৫৩

পঞ্চম অধ্যায়

মানব দেহের কথা	...	...	৭১

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাণী জগতের কথা	...	...	৭৫

সপ্তম অধ্যায়

আকাশের কথা	...	...	৭৭

অষ্টম অধ্যায়

বিশ্বযুদ্ধ ও বিজ্ঞান	...	...	৮০

নবম অধ্যায়

কোন্ জিনিস হইতে কি তৈরী হয়	...	...	৮২
গ্রহ, উপগ্রহাদির কথা	...	...	৮৫
পাক্-ভারত পাশপোর্ট ও ভিসার নিয়মাবলী		...	৮৯

জানবার কথা

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গদেশ

আমাদের দেশের নাম বঙ্গদেশ হইল কেন ?

পুরাণ ও মহাভারতে আছে, পুরাকালে চন্দ্রবংশে বলি নামে এক রাজা ছিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র নামে তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল। এই পাঁচজনের নাম অনুসারে ভারতবর্ষের পাঁচটি প্রদেশের নাম দেওয়া হয়। প্রাচীন বঙ্গদেশ বলিতে বর্তমানের ঢাকা বিভাগটিকে বুঝাইত। (ইহা বর্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত)।

বঙ্গদেশে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের কি বলে ?—বাঙালী।

পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ কোন্ কোন্ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ?

পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।

বঙ্গদেশ বিভক্ত হয় কবে ?

[১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গদেশকে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ নামে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। বর্তমানে ইহা দুইটি পৃথক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।]

ইহার পূর্বে আর কবে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়াছিল ?

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের আমলে।

কোন্ সালে পুনরায় যুক্ত হয় ?

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে।

[পূর্বের বিভাগ এবং বর্তমান বিভাগের পার্থক্য হইল, পূর্বে বিভক্ত প্রদেশ দুইটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু বর্তমান বিভাগে দুইটি প্রদেশ দুইটি ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।]

পশ্চিমবঙ্গ

সীমা—পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে সিকিম ও ভুটান; পূর্বে পূর্ববঙ্গ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; পশ্চিমে উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশ।

পশ্চিবঙ্গে কয়টি জিলা, এবং কয়টি বিভাগ ?

১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কুচবিহার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মোট ১৫টি জিলা। বিভাগ দুইটি—(১) বর্ধমান ও (২) প্রেসিডেন্সী।

বর্ধমান বিভাগে মোট ৬টি জিলা—(১) বর্ধমান (২) বীরভূম (৩) বাঁকুড়া (৪) হুগলী (৫) হাওড়া ও (৬) মেদিনীপুর।

প্রেসিডেন্সী বিভাগে মোট ৯টি জিলা—(১) কলিকাতা (২) ২৪ পরগণা (৩) নদীয়া (৪) মুর্শিদাবাদ (৫) মালদহ (৬) পশ্চিম দিনাজপুর (৭) জলপাইগুড়ি (৮) দার্জিলিং ও (৯) কুচবিহার।

[বর্ধমান বিভাগের ৬টি জিলা এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা জিলা সম্পূর্ণ, এবং যশোহর ও নদীয়ার অংশ বিশেষ এবং রাজসাহী বিভাগের সম্পূর্ণ দার্জিলিং ও মালদহ জিলা এবং দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ির অংশ বিশেষ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।]

পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ও লোকসংখ্যা কত ?

আয়তন প্রায় ২৮,২৫৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ২,১১,৯৪৬১৩ জন।

ইহার মধ্যে হিন্দু ১,৫৮,৯৩,৫৯৩ এবং মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ৫৩,০১,০২০ জন। লোক-বসতির গড় প্রতি বর্গ মাইলে ৭৫৬ জন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কোথায়?

কলিকাতা; ইহার আয়তন প্রায় ৩৩ বর্গমাইল। কলিকাতার বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ৪১ লক্ষ।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম প্রদেশপাল কে?

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে?

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রদেশপাল কে?

ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে?

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বাপেক্ষা বড় জিলা কোন্‌টি ও ছোট কোন্‌টি?

সর্বাপেক্ষা বড় জিলা ২৪ পরগণা (বিভাগের ফলে বনগাঁ যুক্ত হইবার পর) এবং সর্বাপেক্ষা ছোট জিলা হাওড়া।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান নদীগুলির নাম কি?

গঙ্গা, দামোদর, রূপনারায়ণ, ময়ূরাক্ষি, তিস্তা, মহানন্দা।

পশ্চিমবঙ্গের রেলপথগুলির নাম কি কি?

ইস্টার্ণ রেলওয়ে, আসাম লিঙ্ক, হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে; বারাসত-বসিরহাট রেলওয়ে, কালিঘাট-ফলতা রেলওয়ে, আহম্মদপুর-কাটোয়া রেলওয়ে; বর্ধমান-দামোদর রেলওয়ে, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে; দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে;

পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম প্লাটফর্ম কোন্‌টি ?

খড়গপুরে (মেদিনীপুর জিলা)।

পশ্চিমবঙ্গের বড় বড় সেতুগুলির নাম কি ?

হাওড়ার পুল, হুগলীর জুবিলী ব্রীজ, বালির উইলিংডন ব্রীজ।

পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাসগুলির নাম কি ?

দার্জিলিঙ্‌ ও কার্শিয়াং।

পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত শহরগুলির নাম কি ?

কলিকাতা, হাওড়া, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, দার্জিলিং।

পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কয়টি ?—দুইটি।

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং (২) বোলপুরে—বিশ্বভারতী।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয় কি ভাবে ?

শহরে পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করেন। প্রতি জিলায় একটি করিয়া স্কুল বোর্ড আছে। বিদ্যালয়সমূহের ব্যয় বোর্ড মঞ্জুর করেন। সরকারী সাহায্য ও শিক্ষা-কর বোর্ডের আয়।

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় কয়টি ?—৯৯৭টি।

পশ্চিমবঙ্গে কলেজ কয়টি ?—২০৩টি।

পশ্চিমবঙ্গে মেডিকেল কলেজ কয়টি ?—৫টি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যগুলি কি কি ?

ধান, পাট, চা, আঁখ, তামাক, ডাল, তৈলবীজ, সিঙ্কোনা প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদগুলি কি কি ?

কয়লা ও লৌহ (বর্তমানে কিছু কিছু খনিজ তৈলেরও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে)।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যগুলি কি কি ?

কাগজ, পাটজাত দ্রব্যাদি, সিল্ক, কাপড়, মাটির খেলনা, পিতল ও কাঁসার বাসন, চিনামাটি ও কাচের দ্রব্য প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ব্যবসায়ী কে কে ?

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, কর্মবীর শ্রীআলামোহন দাস, বটকৃষ্ণ পাল, মহেশ ভট্টাচার্য।

পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ স্থান তাঁতের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ?

শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, শ্রীরামপুর, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর।

পশ্চিমবঙ্গের কোথায় ভাল রেশমের কাপড় হয় ?

মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুরে।

পশ্চিমবঙ্গের কোথাকার পুতুল সুবিখ্যাত ?—কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ স্থান পিতল কাঁসার বাসনের জন্য বিখ্যাত ?

খাগড়া (মুর্শিদাবাদ), খড়ার (মেদিনীপুর), দাঁইহাটা ও দেওয়ানগঞ্জ (বর্ধমান)।

কে, কবে কলিকাতা মহানগরী প্রতিষ্ঠা করেন ?

জব চার্ণক নামে এক সাহেব ১৬৯০ খৃঃ অব্দে কলিকাতা প্রতিষ্ঠা করেন।

কলিকাতা নগরীর ইতিহাস কি ?

আড়াই শত বৎসর পূর্বে কলিকাতা, সূতানুটী ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম ছিল। সূতানুটীতে তাঁতের কাপড়ের সূতা বিক্রয়ের একটি বড় হাট ছিল। জব চার্ণক ১৬৯০ খৃঃ অব্দে এখানে আসিয়া কুঠি নির্মাণ করিয়া ব্যবসায় সুরু করেন। সেই

সময় হইতেই কলিকাতা মহানগরীর পত্তন হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল।

কলিকাতা মনুমেণ্ট কাহার স্মৃতি-স্তম্ভ ?

স্যার ডেভিড অক্টারলোনির। অক্টারলোনি নেপাল-যুদ্ধে জয়ী হন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য এই সু-উচ্চ মিনারটি নির্মিত হয়।

কলিকাতার দুর্গটির নাম ফোর্ট উইলিয়ম রাখা হয় কেন ?

ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বকালে ইহা নির্মিত হয়। তৃতীয় উইলিয়মের নাম অনুসারে ইহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম রাখা হইয়াছে।

কলিকাতার প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য কি কি ?

প্রদেশপালের বাড়ী, হাইকোর্ট, গড়ের মাঠ, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, কালীঘাটের কালীমন্দির, জৈনদের পরেশনাথের মন্দির, নাখোদা মসজেদ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা, ঢাকুরিয়া লেক, ইডেন গার্ডেন, যাদুঘর, হাওড়ার পুল প্রভৃতি।

পূর্ববঙ্গ

সীমা—পূর্ববঙ্গের উত্তরে জলপাইগুড়ি জিলা, কুচবিহার ও আসাম ; পূর্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশ ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার।

পূর্ববঙ্গে কয়টি বিভাগ ও কয়টি জিলা এবং কি কি ?

(ক) **ঢাকা বিভাগ**—(১) ঢাকা, (২) ময়মনসিংহ, (৩) বাখরগঞ্জ, এবং (৪) ফরিদপুর। এই বিভাগে কোন জিলার সীমানার পরিবর্তন হয় নাই।

(খ) **রাজসাহী বিভাগ**—মোট ৮টি জিলা :—(১) রাজসাহী, (২) রংপুর,

(৩) পাবনা, (৪) বগুড়া, (৫) দিনাজপুর, (৬) যশোহর, (৭) খুলনা এবং (৮) কুষ্টিয়া। এই বিভাগে জিলার সীমানার বহু পরিবর্তন হইয়াছে।

(গ) **চট্টগ্রাম বিভাগ**—মোট ৫টি জিলা :—(১) চট্টগ্রাম (২) পার্বত্য-চট্টগ্রাম, (৩) ত্রিপুরা (৪) নোয়াখালী এবং (৫) শ্রীহট্ট।

[শ্রীহট্ট জিলা আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট বিভাগের ফলে উহার অধিকাংশ পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অবশিষ্টাংশ আসামের অন্তর্গত।]

পূর্ববঙ্গের আয়তন ও লোক-সংখ্যা কত ?

আয়তন ৪৯৮৪০৯ বর্গমাইল। মোট লোকসংখ্যা—৩,৯১,১১,৯১২ জন। হিন্দু—১,১৪,০৭,৪৯৮ জন এবং মুসলমান ২,৭৭,০৪,৪০৪ জন। প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতি গড়ে ৭৯২ জন।

পূর্ববঙ্গের রাজধানী কোথায় ?—ঢাকা।

পূর্ববঙ্গে কোন্‌টি বড় জিলা এবং কোন্‌টি ছোট জিলা ?

বড় জিলা—ময়মনসিংহ এবং ছোট জিলা—পার্বত্য চট্টগ্রাম।

পূর্ববঙ্গের বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর নাম কি ?—মৌঃ আবু হোসেন সরকার।

পূর্ববঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত স্থানগুলির পরিচয়—

খুলনা জিলা—(ক) ঈশ্বরীপুর (প্রাচীন নাম যশোহর) প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল। (খ) বাগেরহাট—খাঁ জাহান আলি নামক মুসলমান ফকিরের সমাধির জন্য প্রসিদ্ধ। এই স্থানে ষাট গম্বুজ নামক একটি প্রাচীন সুবৃহৎ মসজিদ আছে।

যশোহর জিলা—(ক) সাগরদাঁড়ি গ্রামে বঙ্গের মহাকবি

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম হয়। (খ) মোহম্মদপুর সীতারাম রায়ের রাজধানী ছিল।

নদীয়া জিলা—পলাশী—১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ বঙ্গের নবাব সিরাজদ্দৌলাকে এই স্থানে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে পরাজয় হইতেই এদেশে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত হয়।

মুর্শিদাবাদ জিলা—(ক) মুর্শিদাবাদ—মুসলমান নবাবদিগের রাজধানী ছিল। (খ) কাশিম বাজার—বিখ্যাত দানশীল মহারাণী স্বর্ণময়ী ও ৺মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বাসভবন।

রাজসাহী জিলা—নাটোর—দানশীলা রাণী ভবানীর বাসভবন।

মালদহ জিলা—(ক)—পূর্বে হিন্দুরাজাদের এবং পরে মুসলমান নবাবদের আমলে বহুকাল বাংলার রাজধানী ছিল। পাণ্ডুয়া—মুসলমান আমলে বাংলার রাজধানী ছিল। (গ) তান্দা—প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর। মুসলমান আমলের রাজধানী।

বগুড়া—মহাস্থান করতোয়া নদীতীরে পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী ছিল।

ঢাকা—সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে ইহাই প্রাচীনতম শহর। মুসলমান রাজত্বকালে দেশের রাজধানী ছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা পূর্ববঙ্গের রাজধানী ছিল এবং বর্তমানেও ইহা পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী। মুন্সীগঞ্জ মহকুমার মধ্যে রামপাল নামক স্থানে রাজা বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

বাখরগঞ্জ জিলা—মাধবপাশা—বাংলার বীর ভূঞাদের আমলে চন্দ্রদ্বীপের রাজার রাজধানী ছিল।

ফরিদপুর জিলা-(ক) কেদারবাড়ী—বাংলার বার ভূঞার

অন্যতম চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের দুর্গ ছিল। (খ) টিলাবাড়ী—রাজা সীতারাম রায়ের দুর্গ ছিল। (গ) ফতেজঙ্গপুর—মোগল সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি মানসিংহের নিকট এই স্থানে বিক্রমপুরের অধিপতি কেদার রায় পরাজিত ও নিহত হন।

ত্রিপুরা জিল—গোকর্ণ—একটি গ্রাম। নবাব সামসুল হুদার বাসভবন।

বিভিন্ন দিকে বাঙালী

শিক্ষা প্রসার—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সমাজ-সংস্কারক—রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি।

রাজনীতি—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস, শরৎচন্দ্র বসু, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

শিল্পকলায়—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অতুল বসু, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চৌধুরী প্রভৃতি।

বিজ্ঞানে—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নীলরতন ধর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি।

কাব্যে—রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি।

ইতিহাসে—অক্ষয়কুমার মৈত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অধর মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বসু, স্যার যদুনাথ সরকার, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি।

সাহিত্যে—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

দর্শনে—ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

অর্থনীতি—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার প্রভৃতি।

ধর্মে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ প্রভৃতি।

প্রত্নতাত্ত্বিক—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদপত্রসেবী—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কালীনাথ রায়; শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সুরেশ মজুমদার, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কণ্ঠসংগীতে—গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ সেন, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞান গোস্বামী, শ্রীদিলীপ রায়, শ্রীশচীন দেব বর্মন, শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ব্যবসায়ে—মহেশ ভট্টাচার্য, বটকৃষ্ণ পাল, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি, কর্মবীর আলামোহন দাস প্রভৃতি।

প্রাচীন, মধ্য এবং বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী

কালিদাস—মহাকবি কালিদাস মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন। সংস্কৃত-কাব্য 'শকুন্তলা', 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব', তাঁহার অমর কীর্তি।

জয়দেব—বৈষ্ণব কবি ও মহাসাধক ছিলেন। ইনি বীরভূম জিলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা।

শঙ্করাচার্য—বৌদ্ধধর্মের পর হিন্দুধর্মের প্রবর্তক।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান—দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। ইঁহাকে অতীশ দীপঙ্কর বলা হয়। ইনি ঢাকা জিলার বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বিজয় সিংহ—বাংলার এই দুরন্ত সন্তান লঙ্কাদ্বীপ জয় করিয়া উহার নাম রাখেন সিংহল।

শ্রীচৈতন্য—দর্শনশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক ও বৈষ্ণব সাধক ছিলেন। নদীয়া জিলার নবদ্বীপ গ্রামে ইঁনি জন্মগ্রহণ করেন।

রঘুনাথ শিরোমণি—দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব—ইঁনি মহাসাধক মহাপুরুষ ছিলেন। হুগলী জিলার কামারপুকুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ১২৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে শ্রাবণ ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ—বহির্বিশ্বে হিন্দুধর্মের সর্বপ্রথম ও অদ্বিতীয় প্রচারক। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম শিষ্য। কলিকাতার সিমলা অঞ্চলের কাঁসারিপাড়ায় ইঁহার জন্ম হয়। জন্ম ১৮৬৩, ১৩ই জানুয়ারী। মৃত্যু ১৯০২, ৪ঠা জুলাই।

কৃত্তিবাস—আদি কবি বাল্মীকি রচিত মূল সংস্কৃত রামায়ণের বাংলা অনুবাদক। নদীয়া জিলার ফুলিয়া গ্রামে ইঁহার জন্ম।

কাশীরাম দাস—বেদব্যাস রচিত মূল সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদক। বর্ধমান জিলার সিঙ্গি গ্রামে ইঁহার জন্ম।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। হুগলী জিলার পেড়ো বসন্তপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়।

শুভঙ্কর (ভৃগুরাম দাস)—শুভঙ্কর নামেই পরিচিত। ইনি গণিত-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বাঁকুড়া জিলায় ইঁহার জন্ম।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—স্বনামধন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক। বাংলা ভাষার জনক। ইনি মেদিনীপুর জিলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম ১৮২০ ; মৃত্যু ১৮৯১।

রাজা রামমোহন রায়—বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক। সতীদাহ প্রভৃতি সামাজিক অনাচার দূরীকরণে ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে আত্মনিয়োগ করেন। হুগলী জিলার রাধানগর গ্রামে ইঁহার জন্ম। জন্ম ১৭৭২ ; মৃত্যু ১৮৩৩।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্য সম্রাট। জাতীয় সংগীত 'বন্দেমাতরম্' রচনাকার। ২৪ পরগণার কাঁটালপাড়া গ্রামে জন্ম, জন্ম ১৮৩৮ ; মৃত্যু ১৮৯৪।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বাংলার শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক। হুগলী জিলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম ১৮৬৭; মৃত্যু ১৯৩৮।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিশ্বকবি। শুধু বাংলার নয়, নিখিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি। একাধারে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, গীতকার, নাট্যকার। বর্তমান বিশ্বের জ্ঞানগুরু আচার্য। বিশ্বভারতী মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা—কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ইঁনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম ১৮৬১; মৃত্যু ১৯৪১।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—সুসাহিত্যিক এবং চারণ-কবি। নদীয়া জিলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন।

কাজি নজরুল ইসলাম—রবীন্দ্রনাথের পর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি। ইনি বিদ্রোহী কবি হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। যশোহর জিলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—এক কথায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জনক। বাংলা ভাষায় এম. এ. পরীক্ষার প্রবর্তক। শিক্ষা বিস্তারের জন্য অসাধারণ কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রবর্তক। ইঁহার শ্রেষ্ঠ শিল্প মধ্যে তাজমহল অন্যতম।

স্যার যদুনাথ সরকার—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু—পদার্থবিদ্যা এবং উদ্ভিদের দেহ ও প্রাণসম্বন্ধে ইঁহার গবেষণা সমগ্র পৃথিবীর নিকট জনপ্রিয়। ঢাকা জিলার রাড়িখাল গ্রামে ইঁহার জন্ম।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক। তাঁহার আবিষ্কৃত 'মারকুইরাস্ নাইট্রাইট' এবং তাঁহার রচিত 'হিন্দু রসায়ণ শাস্ত্রের

ইতিহাস' বিজ্ঞান জগতের অমূল্য সম্পদ। খুলনা জিলার বাড়ুলি গ্রামে ১৮৬১ সালে জন্ম ; মৃত্যু :—১৯৪৪।

হরিনাথ দে—অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে ৩২টি ভাষায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—অসাধারণ মেধাবী। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার। জন্মস্থান—কলিকাতা নগরী।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—পুরাতত্ত্ববিদ্। ৫০০০ বৎসরের প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কার করেন।

রামনাথ বিশ্বাস—নিঃসম্বল অবস্থায় ভূপর্যটন করেন।

উদয় শঙ্কর—ভারতীয় নৃত্যকলা বিশারদ।

পি. সি. সরকার—বিশ্বের অন্যতম যাদুকর।

দিলীপ বসু—ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়।

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস—ইনি ব্রাজিলে সেনাপতির পদে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন।

স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। বাঙালীর প্রাণে সর্বপ্রথম জাতীয়তার বীজ অঙ্কুরিত করেন। ইনিই কলিকাতা রিপন কলেজ (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ)-এর প্রতিষ্ঠাতা। ২৪ পরগণা জিলার মণিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

অরবিন্দ ঘোষ—বাঙলায় বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা। শেষ জীবনে রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মাদ্রাজের পণ্ডিচেরীতে যোগ সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ—বিখ্যাত আইনজ্ঞ এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বাঙালী মেয়র ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। দেশের জন্য তাঁহার সর্বস্ব দান তাঁহাকে দেশবন্ধু নামে স্মরণীয় করিয়াছে।

নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু—সমগ্র ভারতবাসী, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার চিত্ত-দর্পণই ইঁহার পরিচয়। খাঁটি দেশপ্রেমের মহিমার জ্বলন্ত নিদর্শন। আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা। স্বাধীনতা-সংগ্রামে একনিষ্ঠ পূজারী। জন্মস্থান কটক। আদি বাসস্থান ২৪ পরগণা জিলার কোদালিয়া গ্রাম। রেল কর্তৃপক্ষ তাঁহার নামনুসারে একটি স্টেশনের নাম দিয়াছেন 'সুভাষ গ্রাম'। তাঁহার নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য কোদালিয়া গ্রামের নূতন নামকরণ হইয়াছে 'সুভাষ গ্রাম'।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া ব্যারিস্টারী ছাড়িয়া ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। জনসাধারণের অতি প্রিয় নেতা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ছিল দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন।

ইহা ব্যতীত শরৎচন্দ্র বসু (২৪ পরগণা), ডাঃ শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা, ভবানীপুর), আনন্দমোহন বসু (ময়মনসিংহ) মহম্মদ মহসীন্ (হুগলী). বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (মেদিনীপুর), স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি (২৪ পরগণা), অশ্বিনী কুমার দত্ত (বরিশাল), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (বাঁকুড়া) ডঃ মেঘনাদ সাহা (ঢাকা) প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ বাংলা মায়ের ক্রোড় অলঙ্কৃত করেন।

—মনে রেখো—

১। বাঙলার শেষ স্বাধীন মুসলমান নবাবের নাম সিরাজদ্দৌলা।

২। বাঙলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজার নাম লক্ষ্মণ সেন (গৌড়-মালদহ জিলা)।

৩। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ২৪-পরগণা জিলার সাবর্ণ চৌধুরীর নিকট হইতে কলিকাতা ক্রয় করে।

৪। কালাপাহাড়ের আসল নাম রাজীব লোচন রায়।

৫। পূর্ববঙ্গে বাখরগঞ্জ জিলায় কোন রেলপথ নাই।

৬। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গভর্নর জেনারল লর্ড বেন্টিঙ্কের সময় এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয়।

৭। প্রাচীন বাঙলার সর্বপ্রধান বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত (বর্তমানে তমলুক, মেদিনীপুর)।

৮। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ (শ্রীরামপুর) বাংলার প্রাচীনতম কাপড়ের কল।

৯। রাজা বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন।

১০। পাল রাজাদের আমলেই বাঙালীরা সর্ববিষয়ে সমৃদ্ধি লাভ করে।

১১। পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খৃঃ) বাংলার স্বাধীনতা যায়।

১২। বাংলা দেশে যত শিশু জন্মায় তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অকালে মারা যায়।

১৩। কলিকাতা টাওয়ার হাউস, নূতন সেক্রেটারিয়েট ভবন, নূতন টেলিফোন ভবন প্রভৃতি কয়েকটি গৃহ পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে উচুঁ বাড়ী।

১৪। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট (হাওড়া-হুগলী) সর্বপ্রথম বাঙলা দেশে রেলপথ খোলা হয়।

১৫। বাঙলার প্রথম কাগজের কল রয়েল পেপার মিল (বালি)।

১৬। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বাংলা বই ছাপা হয়। প্রথম বাঙলা বই হ্যালহেড সাহেবের 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ'। ইহার পর ১৮১৮ খৃঃ 'বাঙ্গলা গেজেট' এবং প্রায় একই সময় মার্শম্যান সাহেবের সম্পাদনায় 'সমাচার দর্পণ' নামক একখানি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

১৭। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে তাহিরপুরের জমিদার রাজা কংসনারায়ণ প্রথমে এদেশে শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রবর্তন করেন।

১৮। সম্রাট শেরশাহের আমলেই বাংলা দেশে প্রথম ডাক চলাচল সুরু হয়।

১৯। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বাংলা দেশে কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবার পর্যন্ত প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয়।

২০। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কলিকাতায় টেলিফোনে কথা বলার ব্যবস্থা হয়।

২১। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে সর্বপ্রথম বাংলা দেশে কলিকাতায় ইলেকট্রিক আলো জ্বলে।

২২। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় চীৎপুর, চৌরঙ্গী ও শিয়ালদহ অঞ্চলে সর্বপ্রথম ট্রাম গাড়ী চালু হয়। সে সময় ঘোড়ার সাহায্যে ট্রাম গাড়ী টানা হইত। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ঘোড়ার বদলে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে ট্রাম গাড়ী চালানোর ব্যবস্থা হয়।

২৩। ১৭৯৪ খৃঃ কলিকাতায় পাথরে বাঁধানো রাস্তা তৈয়ারী হয়।

২৪। কলিকাতার উত্তরে টালার ট্যাঙ্ক হইতে সমগ্র শহর এবং শহরতলীতে পরিশ্রুত জল সরবরাহ করা হয়। টালা ট্যাঙ্ক পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ জলাধার। ইহা ছাড়া নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ নলকূপের সাহায্যে বর্তমানে জল সরবরাহ করা হইতেছে।

২৫। কলিকাতাবাসীর নাগরিক জীবনের সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধার জন্য ১৮৪৭ খৃঃ কলিকাতা কর্পোরেশন নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

২৬। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ নাগরিক হইলেন মেয়র।

২৭। একমাত্র ঔষধের ব্যবসায় এখনও সমগ্ররূপে অবাঙালীর কুক্ষিগত হয় নাই।

২৮। বড়বাজার অঞ্চলই কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসাবাণিজ্য কেন্দ্র।

২৯। হগমার্কেট কলিকাতার সর্ববৃহৎ বাজার।

৩০। কলিকাতার বিখ্যাত হাসপাতালগুলির নাম—কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, ইডেন হস্‌পিটাল, আর, জি, কর হাসপাতাল, স্যার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, মেয়ো হাসপাতাল, মাড়োয়ারী হাসপাতাল, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল, কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, লেডি ডফ্‌রিন হাসপাতাল, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ হাসপাতাল, শ্যামাদাস আয়ুর্বেদ হাসপাতাল। এছাড়া যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসার জন্য যাদবপুর ও কাঁচড়াপাড়ায় ২টি যক্ষ্মা হাসপাতাল আছে।

৩১। কৃত্তিবাস ওঝা বাংলা ভাষার প্রথম কবি।

৩২। প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর) 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস।

৩৩। রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখিত 'কুলীন কুলসর্বস্ব' বাংলা ভাষার প্রথম নাটক।

৩৪। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত বাংলা ভাষার প্রথম জাতীয় সঙ্গীত।

৩৫। বাঙালীদের মিশ্র জাতি বলা হয়। বাঙ্‌লার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আরাকানী মগ ও আসামের পার্বত্য উপজাতি-গুলির রক্তের সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

৩৬। প্রাচীন 'প্রাকৃত', ও 'সংস্কৃত' ভাষার মিলনে একটি নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়। এই ভাষা ভারতের নানা অংশে নানা রূপ ধারণ করে। মগধ দেশে যে ভাষার সৃষ্টি হয়, তার নাম 'মাগধী অপভ্রংশ'। এই 'মাগধী অপভ্রংশ' হইতেই বাংলা ভাষায় সৃষ্টি হয়।

৩৭। প্রদেশের শাসনকর্তার উপাধি হইল গভর্ণর বা প্রদেশপাল।

৩৮। বিভাগীয় শাসনকর্তার উপাধি হইল কমিশনার।

৩৯। জিলার শাসনকর্তার উপাধি হইল জেলা শাসক বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।

৪০। জিলার সর্বময় পুলিশ শাসনকর্তাকে ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টে-ণ্ডেন্ট অব পুলিশ বলে।

৪১। জিলার সর্বোচ্চ বিচারককে বলা হয় ডিস্ট্রিক্ট জজ।

৪২। জিলার বিদ্যালয়সমূহের সর্বোচ্চ পরিদর্শককে বলা হয় ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুল্‌স্।

৪৩। মহকুমা শাসনকর্তার উপাধি হইল মহকুমা শাসক বা সাব ডিভিশনাল অফিসার।

৪৪। থানার ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা হইলেন সাব ইন্সপেক্টর অব পুলিশ।

৪৫। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান প্রতিনিধি হইলেন মেয়র বা পৌরপ্রধান।

৪৬। মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান প্রতিনিধিকে বলা হয় চেয়ারম্যান।

৪৭। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রধান প্রতিনিধি হইলেন প্রেসিডেন্ট।

৪৮। কলিকাতার পুলিশের সর্বময় কর্তা হইলেন পুলিশ কমিশনার।

৪৯। ব্যবস্থা পরিষদ নিয়ন্ত্রণকারককে বলা হয় 'স্পীকার'।

৫০। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান প্রতিনিধিকে বলা হয় ভাইস-চ্যান্সেলর।

৫১। অসামরিক বিচারালয় দুই প্রকার।—যথা, (১) দেওয়ানী ও (২) ফৌজদারী।

মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌর প্রতিষ্ঠান—শহরের অধিবাসি করদাতৃগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং নাগরিক অধিকার বজায় রাখার জন্য স্বায়ত্ত-শাসন আইন অনুযায়ী প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানকে মিউনিসিপ্যালিটি বলে।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড—জিলাবাসীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি, পথ-ঘাট প্রভৃতির উন্নতির সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত স্বায়ত্ত-শাসন আইন অনুসারে প্রতি জিলায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড গঠিত হইয়াছে। জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং সরকারী সভ্য লইয়া ডিস্ট্রীক বোর্ড গঠিত হয়।

ইউনিয়ন বোর্ড—এক একটি থানার অধীন কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। ইউনিয়নের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শান্তিরক্ষা, পথ-ঘাট নির্মাণ ও মেরামত প্রভৃতি জনহিতকর কার্যের জন্য গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন আইন অনুযায়ী যে সমিতি গঠিত হয় তাহাই ইউনিয়ন বোর্ড।

ঋণ শালিসী বোর্ড—কৃষক, শিল্পী ও দরিদ্র প্রজাদের অল্প সুদে ঋণ দিয়া সহজে পরিশোধের সুব্যবস্থার জন্য গ্রাম এলাকায় সাময়িক ভাবে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচারালয় আইন অনুসারে গঠিত হয়, তাহাই হইল ঋণ শালিসী বোর্ড।

ডিস্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ড—জিলার প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পৃথক ভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রত্যেক জিলায় এইরূপ বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

কি এবং কেন হইল

ঢাকার এক নাম জাহাঙ্গীরনগর কেন?—মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে এখানে রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া ঢাকার এক নাম জাহাঙ্গীর নগর।

মেদিনীপুর নাম হইল কেন?—মেদিনী কর নামে এক ব্যক্তি একটি নগর স্থাপন করিয়া উহার নাম রাখেন মেদিনীপুর। ক্রমে সমগ্র জেলাটি ঐ নামে পরিচিত হয়।

সুন্দরবন নাম হইল কেন?

সুন্দরী নামক বৃক্ষের বৃহৎ অরণ্য ছিল বলিয়া।

পদ্মা নদীর আর এক নাম কীর্তিনাশা হইল কেন?

রাজা রাজবল্লভের কীর্তি, বিরাট অট্টালিকা সমূহ গ্রাস করিয়াছিল বলিয়া পদ্মার এক নাম কীর্তিনাশা।

বীরভূম নাম হইল কেন?—রাজা বীরসিংহের নাম অনুসারে।

কৃষ্ণনগর (নদীয়া) নাম হইল কেন?

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম অনুসারে।

ফরিদপুর নাম হইল কেন?

ফকির বাদশাহের নাম অনুসারে।

যশোহর নাম হইল কেন?

গৌড়ের যশ হরণ করিয়াছে বলিয়া।

মুর্শিদাবাদ নাম হইল কেন?—

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর নাম অনুসারে।

ইংরাজ কলিকাতা অধিকার করে কবে?

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী (লর্ড-ক্লাইভ কর্তৃক)।

বাংলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় কবে?
১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট।
কলিকাতার প্রথম মেয়র নির্বাচন হয় কবে?
১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল।
কলিকাতা হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হয় কবে?
১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুলাই।
কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার প্রথম কলেজ স্থাপিত হয় কবে?
১৮০০ খৃঃ, ১৮ই আগস্ট (ফোর্ট উইলিয়ম)
কলিকাতায় ইডেন গার্ডেন প্রতিষ্ঠা হয় কবে?
১৮৪০ খৃঃ মিসেস্ ইডেন কর্তৃক।

কলিকাতায় ক্লাইভ ষ্ট্রীটের নাম পরিবর্তন করিয়া নেতাজী সুভাস চন্দ্র রোড হয় কবে?—১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭।

কোন্ সময় কলিকাতায় বৃটিশ কুঠি স্থাপিত হয়?
১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে।
বাংলায় বৃটিশ শাসন আরম্ভ হয় কবে?
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে।
পঞ্চাশের মন্বন্তর কি?

১৩৫০ সালে বাঙলায় যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহাই পঞ্চাশের মন্বন্তর। জেঃ উড্‌হেডের রিপোর্টে জানা যায়, এই দুর্ভিক্ষে ১৫ লক্ষ লোক মারা যায়; বেসরকারী হিসাবে সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ।

কোন্ বড়লাটের সময় বাঙলার রাজধানী কলিকাতায় স্থাপিত হয়?—বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর সময়।

কলিকাতায় কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্যন্ত ভারতের রাজধানী ছিল?

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষের কথা

আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ হইল কেন?

প্রাচীনকালে এদেশে ভরত নামে একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম অনুসারে এদেশের নাম হইয়াছে—ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষ শাসনের ইতিহাস কি?

প্রাচীনকালে হিন্দু রাজারাই বিভিন্ন খণ্ডে এদেশ শাসন করিতেন। অতঃপর পাঠন নামক বিদেশী মুসলমানরা এদেশ কিয়দংশ অধিকার করিয়া শাসন করিতে থাকে। পাঠানদের পরে আসে মুঘল নামে অপর এক মুসলমান সম্প্রদায়। মুঘলদের নিকট হইতেই ইংরেজরা এদেশ অধিকার করে। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ঘোষণানুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ পাকিস্তান ও ভারতীয় ডোমিনিয়ন নামে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার নিমিত্ত দিল্লীতে ভারতীয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা ভারতীয় গণপরিষদ গঠিত হয়। গণপরিষদের ইচ্ছানুক্রমে ভারতবর্ষ একটা স্বাধীন সার্বভৌম যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। এই আইন প্রণয়নের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর।

ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে কবে?

১৯৪৮ সালের জুন মাসে।

ভারতবর্ষের সীমা ও আয়তন কি?

সীমা—(পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমে পাকিস্তান অর্থাৎ পাকিস্তান বাদে) ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা; পশ্চিমে হিমালয় শাখা, হিন্দুকুশ, সুলেমান ও ক্ষীরথর পর্বতমালা এবং আরব সাগর; দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে চীনদেশ, ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গোপসাগর।

আয়তন—দেশীয় রাজ্যসহ ভারতবর্ষের আয়তন প্রায় ১৭ লক্ষ ৯ হাজার বর্গমাইল।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক গঠন কিরূপ?

প্রাকৃতিক গঠন হিসাবে সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, (১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, (২) উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চল এবং (৩) দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অঞ্চল।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা কত?

প্রায় ৩৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯৫০ (পৃথিবীর প্রায় এক পঞ্চমাংশ)।

ভারতবর্ষে দেশীয় রাজ্যের লোকসংখ্যা কত?

প্রায় ৮ কোটি ১৩ লক্ষ ১০ হাজার ৯ শত।

ইংরেজরা এ দেশকে ইণ্ডিয়া বলে কেন?

সিন্ধু নদের তীরে যে সব আর্য বাস করিতেন, পারস্যবাসীরা তাঁহাদের বলিত হিন্দু, কারণ, তাহার 'স' উচ্চারণ করিত না, স কে 'হ' বলিত। আবার গ্রীকরা 'সিন্ধু'কে বলিত 'ইণ্ডুস'। কারণ, তাহারাও 'স' উচ্চারণ করিতে পারিত না। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বদলাইয়া 'ইণ্ডিয়া' শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে।

ভারতের আদিম অধিবাসী কাহারা ?

আর্যদের আগমনের পূর্বে আর এক জাতীয় লোক এদেশে বাস করিত। তাহারা হয় লোপ পাইয়াছে অথবা অন্য কোন জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সেই আদিম জাতির লোক এখনও আন্দামান দ্বীপে আছে। তাহাদের মত আর একটি জাতি দক্ষিণ ভারতের কোন কোন পাহাড় অঞ্চলেও দেখা যায়। কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতিকেও আদিম জাতি বলা হয়।

ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা কোথায় গড়িয়া উঠিয়াছিল ?

সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলে ; ইহাকে 'সিন্ধু সভ্যতা' বলে। এই সভ্যতার নিদর্শন মহেন-জো-দাড়ো ও হরপ্পা নামে ছুটি জায়গায় মাটির নীচে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সিন্ধু সভ্যতা কতদিন পূর্বের সভ্যতা ?

এখন হইতে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের।

সিন্ধু সভ্যতা কাহারা গড়িয়াছিল ?

অনেকের মতে দ্রাবিড়রা।

দ্রাবিড় জাতির লোকেরা এখন কোথায় বাস করে ?

দক্ষিণ ভারতে তামিল, তেলেগু, কানাড়ী প্রভৃতি জাতির লোকেরা দ্রাবিড় জাতীয়।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশীয় রাজ্যের নাম কর ?

জম্মু ও কাশ্মীর (শ্রীনগর), মহীশূর, ভূপাল, হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা, কালীকট।

ভারতের রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেণ্ট) কে ?—ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী কে ?—শ্রীজওহরলাল নেহরু।

বর্তমান ভারতে কয়জন মন্ত্রী শাসনকার্য চালান?

১৫ জন মন্ত্রী এবং ৪ জন মন্ত্রীর মর্যাদা সম্পন্ন উপমন্ত্রী।

ভারত কয়টি প্রদেশে বিভক্ত? প্রদেশগুলির পরিচয় কি?

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ২৭টি প্রদেশে বিভক্ত। তন্মধ্যে (১) ৯টি রাজ্যপাল শাসিত ক শ্রেণীর রাজ্য (২) ৮টি রাজপ্রমুখ শাসিত খ শ্রেণীর রাজ্য, (৩) ১০টি চীফ কমিশনার শাসিত গ শ্রেণীর রাজ্য এবং (৪) ১টি কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত ঘ শ্রেণীর রাজ্য।

রাজধানী সহ রাজ্যগুলির নাম : ক শ্রেণীর রাজ্য :—(১) পশ্চিমবঙ্গ (কলিকাতা) ; (২) বোম্বাই (বোম্বাই) ; (৩) মাদ্রাজ (মাদ্রাজ) ; (বর্তমানে মাদ্রাজ প্রদেশকে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করা হইয়াছে) মাদ্রাজ ও অন্ধ্র (কুর্ণুল) ; (৪) আসাম (শিলং) (৫) বিহার (পাটনা) (৬) উড়িষ্যা (ভুবনেশ্বর) ; (৭) যুক্তপ্রদেশ (লক্ষ্ণৌ) (৮) মধ্য প্রদেশ (নাগপুর) এবং (৯) পূর্বপাঞ্জাব (সিমলা-চণ্ডীগড়)।

খ শ্রেণীর রাজ্য :—(১) হায়দরাবাদ (হায়দরাবাদ) ; (২) কাশ্মীর ও জম্মু (শ্রীনগর) (৩) মহীশূর (মহীশূর) ; (৪) পেপসু (পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যসঙ্ঘ (পাতিয়ালা) ; (৫) রাজস্থান (জয়পুর) (৬) সৌরাষ্ট্র (নবনগর), (৭) মধ্য-ভারত (গোয়ালিয়র) এবং (৮) ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন (ত্রিবেন্দ্রাম)।

গ শ্রেণীর রাজ্য :— (১) দিল্লী (দিল্লী) ; (২) আজমীঢ় (আজমীঢ়) ; (৩) হিমাচল প্রদেশ (হিমাচল) ; (৪) ভূপাল (ভূপাল); (৫) বিলাসপুর (বিলাসপুর) (৬) কুর্গ (মারকারা) ; (৭) কচ্ছ (ভুজ) (৮) মনিপুর (ইম্ফল) (৯) ত্রিপুরা (আগরতলা) ; এবং (১০) বিন্ধ্য প্রদেশ (রেওয়া)।

ঘ শ্রেণীর রাজ্য ঃ—আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (পোর্টব্লেয়ার)।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যাদি—

কৃষিজাত—ধান, গম, ইক্ষু, চা, কলাই, তূলা, কাগজ, তামাক, রবার, বিবিধ তৈলবীজ, সিঙ্কোনা প্রভৃতি।

নারিকেল, সুপারী, তাল, বাঁশ, বেত এবং শাল, সেগুন, আবলুস, সুন্দরী কাঠ প্রভৃতি বনজ সম্পদও ভারতে প্রচুর।

[পূর্বপাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ এবং যুক্তপ্রদেশে গম বেশী জন্মে। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে ইক্ষু বেশী জন্মে। বাঙ্‌লা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, আসাম ও যুক্তপ্রদেশে প্রধানতঃ ধান্য জন্মে।]

খনিজ—সোনা, অভ্র, কয়লা, লৌহ, পেট্রোল, কেরোসিন ম্যাঙ্গানীজ, লবণ, সোরা প্রভৃতি।

ভারতে আমদানী দ্রব্যসমূহ—সূতা ও সূতীবস্ত্র, কাগজ ও পীচবোর্ড, রবারে প্রস্তুত দ্রব্য, ঔষধ, মসলা, কাচ ও কাচের দ্রব্য, মদ, সিল্ক, রং, উল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহার দ্রব্য, গাড়ী, গাড়ীর কল-কব্জা এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি।

ভারত হইতে রপ্তানি দ্রব্যসমূহ—তূলা, পাট, চা, বীজ, চামড়া, গালা, কাঠ, রবার, ম্যাঙ্গানিজ, ধাতু, শস্য প্রভৃতি।

ভারতবর্ষের প্রধান নদ-নদী কি কি ?

সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, তাপ্তি, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ও মহানদী।

ভারতবর্ষের মধ্য প্রসিদ্ধ হ্রদ কি কি এবং কোথায় ?

উড়িষ্যায় চিল্কা, দাক্ষিণাত্যে কোলার, রাজপুতনায় সম্বর, কাশ্মীরে উলার।

ভারতবর্ষের প্রধান পর্বত কি কি ?

হিমালয়, কুয়েনলুন, কারাকোরাম, হিন্দুকুশ, বিন্ধ্য, পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা।

পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তের প্রধান গিরিপথ কি কি ?

(১) খাইবার—পেশোয়ার হইতে কাবুল। (২) বোলান—ডেরা গাজি খাঁ হইতে হিরাত। (৩) মালাকান্দ—পেশোয়ার হইতে খাসগড়। (৪) গোমাল—ডেরা ইসমাইল খাঁ হইতে হিরাত।

ভারতবর্ষের লোকের প্রধান উপজীবিকা কি ?

শতকরা প্রায় ৭০ জনের উপজীবিকা কৃষি।

ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম বাঙালী—

১। হাইকোর্টের জজ—রমাপ্রসাদ রায়।
২। আই, সি, এস, পরীক্ষায় প্রথম—অতুল চট্টোপাধ্যায়।
৩। ইঞ্জিনিয়ার—নীলমণি মিত্র।
৪। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা প্রথম—স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার।
৫। ব্যারিষ্টার—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর।
৬। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার—আনন্দমোহন বসু।
৭। কে, সি, এস, আই উপাধিলাভ—রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।
৮। বিলাতে রয়্যাল আর্টিষ্ট সভার সভ্য—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৯। সার্জেন জেনারল—কর্ণেল মন্মথ চৌধুরী।
১০। নাইট—চন্দ্রমাধব ঘোষ।
১১। পোষ্ট এণ্ড টেলিঃ ডিরেক্টার জেনারল—জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ রায়।
১২। ডক্টর অব সায়েন্স (লণ্ডন)—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

১৩। এভারেষ্ট আবিষ্কার—রাধানাথ সিকদার।

১৪। বৈমানিক—বামন দাস।

১৫। বিশ্ব ধর্মসভায় হিন্দুধর্ম প্রচারক –স্বামী বিবেকানন্দ।

১৬। জেলা জজ—দিগম্বর বিশ্বাস।

১৭। অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাঙলা ভাষা এবং ইংরাজী ভাষায় কবিতা লেখক—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

১৮। এডভোকেট জেনারল—স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র।

১৯। ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শক—উদয়শঙ্কর।

২০। কলিকাতার শেরিফ—রাজা দিগম্বর মিত্র।

২১। ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী—গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২২। বিলাতযাত্রী—রামমোহন রায়।

২৩। রাশিবিজ্ঞানে বিদেশীয় সম্মানলাভ—প্রশান্ত মহলানবীশ।

২৪। ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা—এ, ও, হিউম (১৮৮৫ খৃঃ)

২৫। ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৬। প্রাদেশিক শাসনকর্তা—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

২৭। ইংরেজ যুগের আই. সি. এস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৮। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র—চিত্তরঞ্জন দাস।

২৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার—স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ বসু।

[মহিলাদিগের মধ্যে প্রথম]

৩১। প্রথম গ্র্যাজুয়েট—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।

৩২। প্রথম এম, এ—চন্দ্রমুখী বসু।
৩৩। " বিলাতযাত্রী—তরু ও অরু দত্ত।
৩৪। " ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচয়িত্রী—তরু দত্ত।
৩৫। " এম, বি—ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র।
৩৬। " বিদেশে উপাধিলাভ—প্রভাবতী দাসগুপ্তা
ডি. এস. সি (বার্লিন)।
৩৭। " আকাশ-যাত্রী—রাণী মৃণালিনী।
৩৮। " প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ—বিভা মজুমদার।

প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের কীর্তি—

অজন্তা—পাথরের গুহায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের আশ্চর্য ও অদ্ভুত চিত্রাবলী আজও যেমন জীবন রহিয়াছে। তৎকালীন শিল্প-নৈপুণ্যের অপূর্ব নিদর্শনগুলি ভারতের অতীত ঐতিহ্যের প্রমাণ। অজন্তা হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত।

অমৃতসর—এখানে শিখদের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দির বিদ্যমান।

আগ্রা—এখানে মোগল সম্রাট শাহজাহানের অক্ষয় কীর্তি তাজমহল বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত শিসমহল, দেওয়ানী-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, মতি মস্জিদ এবং মোগল যুগের আরও বহু স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়।

আজমীঢ়—খাজা মইনুদ্দীন চিস্তির কবরের উপর প্রসিদ্ধ দরগা। এই দরগার আট মাইল ব্যবধানে হিন্দুদের পবিত্র 'পুষ্কর তীর্থ' বিদ্যমান।

ঔরঙ্গাবাদ—এইখানেই অজন্তা ও ইলোরার বিখ্যাত গুহা ও

মন্দিরগুলি অবস্থিত। ঔরঙ্গজীবের সময়ে তাঁহার মহিষীর কবর দ্রষ্টব্য।

কোনারকের সূর্যমন্দির এবং **সাঁচীর** স্তূপ ভারতীয় স্থাপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন।

কশৌলি—(পাঞ্জাব) জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসাকেন্দ্র (পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউট) এইখানে অবস্থিত।

কাশী—হিন্দুদিগের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান। কথিত আছে, কাশীতে মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম হয় না। এইস্থানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিশ্বনাথজীর মন্দির এবং প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী।

কাশীপুর ও ইছাপুর—(বাংলা)—বন্দুক ও গোলাবারুদের সর্ববৃহৎ কারখানা এইখানে অবস্থিত।

কুরুক্ষেত্র, পানিপথ ও পলাশী—বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র।

কাট্‌নি—চূণ ও সিমেন্টের কারখানার জন্য বিখ্যাত।

গাজিপুর—(যুক্তপ্রদেশ) এখানকার আতর প্রসিদ্ধ। সরকারী আফিমের কারখানাও এখানে অবস্থিত।

চিতোরগড়—আরাবল্লী পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত প্রাচীন শহর। এখানে রাণা কুম্ভের যুদ্ধ বিজয়ের বিজয়-স্তম্ভ, মীরাবাঈয়ের মন্দির, পদ্মিনীর প্রাসাদ প্রভৃতি রাজপুতদের বহু কীর্তি-চিহ্ন বিদ্যমান।

জয়পুর—একটি প্রাচীন ও মনোরম শহর। এখানে মানসিংহের মানমন্দির অবস্থিত।

জামসেদপুর—(বিহার) পৃথিবী অন্যতম বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত কারখানার জন্য বিখ্যাত।

ঝরিয়া—(বিহার) কয়লা খনির জন্য বিখ্যাত।

ডিগবয়—(আসাম) পেট্রোলের খনির জন্য বিখ্যাত।

পুণা—বোম্বাই মারহাট্টা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী।

বেলুড়—(বাংলা) রামকৃষ্ণ মিশনের সর্ব-ভারতীয় কেন্দ্রীয় মঠ ও শিক্ষালয় অবস্থিত।

বোলপুর—(বাংলা) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সাধনক্ষেত্র শান্তি-নিকেতন, বিশ্বভারতী মহাবিদ্যালয়, শিল্পের প্রাণকেন্দ্র শ্রীনিকেতনের জন্য রমণীয়।

মথুরা—হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান মথুরা-বৃন্দাবন। এখানকার বিজয়গোবিন্দ ও রাধাকৃষ্ণের মন্দির-দর্শন হিন্দু তীর্থযাত্রীর দর্শনীয়।

রাণীগঞ্জ—(বাংলা) কয়লার খনি ও কাগজের কলের জন্য বিখ্যাত।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যনিবাস

সিমলা—পূর্ব-পাঞ্জাব; রাঁচী—বিহার; শিলং—আসাম; উৎকামন্ত—মাদ্রাজ; নৈনীতাল—যুক্তপ্রদেশ; বৈদ্যনাথ, গিরিডি, মধুপুর—বিহার; পুরী—উড়িষ্যা; ভুবনেশ্বর—উড়িষ্যা; মুসৌরী—যুক্তপ্রদেশ; মদনাপল্লী, ওয়ালটেয়ার, বাঙ্গালোর—মাদ্রাজ; পাঁচমারী—মধ্যপ্রদেশ; মহাবালেশ্বর—বোম্বাই; কার্সিয়াং, দার্জিলিং, কালিম্পং—পশ্চিমবঙ্গ।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থস্থান—

পশ্চিমবঙ্গ—কালীঘাট, তারকেশ্বর, নবদ্বীপ, সাগরদ্বীপ।

আসাম—কামাখ্যা।

যুক্তপ্রদেশ—কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, হরিদ্বার, প্রয়াগ।

উড়িষ্যা—পুরী, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর।

বিহার—গয়া।

মাদ্রাজ—মাত্বরা, ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, চিদাম্বরম, রামেশ্বরম
বোম্বাই—নাসিক, সোমনাথ।

ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, উচ্চ এবং উৎকৃষ্ট—

সবচেয়ে বড় নদী—সিন্ধুনদ (দৈর্ঘ্য ১,৯৮৫ মাইল)
" " শহর—কলিকাতা।
" " বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
" " লাইব্রেরী—ন্যাশনাল লাইব্রেরী (কলিকাতা)।
" " সমাধি-মন্দির—আগ্রার তাজমহল।
" " যাত্বঘর—কলিকাতা যাত্বঘর।
" " পশুশালা—আলিপুর পশুশালা (চিড়িয়াখানা)।
" " জলের ট্যাঙ্ক—টালার ট্যাঙ্ক।
" " ব-দ্বীপ—সুন্দরবনের ডেল্টা।
" " বনভূমি—আসামে।
" " হিন্দু-মন্দির—মাত্বরার মীনাক্ষি মন্দির (৮৪৭ ফিট উচ্চ, ১০৯ ফিট প্রশস্ত)।
সবচেয়ে বড় মসজিদ—দিল্লীর জুম্মা মসজিদ।
" " লৌহ কারখানা—জামসেদপুর।
" " হিন্দু তীর্থস্থান—কাশী।
" " গেট—বুলান্দ দরজা, ফতেপুরসিক্রি।
" উচু পর্বত—হিমালয়।
" " পর্বত-চূড়া—এভারেস্ট (গৌরীশঙ্কর ২৯,১৪২ ফিট)।
" " স্তম্ভ—কুতুবমীনার (দিল্লী)।
" " জলপ্রপাত—মহীশূরের গারগোপ্পা।

সবচেয়ে বেশী শিক্ষিতের সংখ্যা—ত্রিবাঙ্কুরে।
" " মৃত্যু-সংখ্যা—মধ্যপ্রদেশে।
" " পাট জন্মে—বঙ্গদেশে (পূর্ববঙ্গ)।
" " লোক-সংখ্যা—বঙ্গদেশে।
" " চা জন্মে—আসামে।
" " বৃষ্টি হয়—আসামের চেরাপুঞ্জীতে।
" " কাপড়ের কল—আহমদাবাদে।
" " লোকে পড়ে—তুলসীদাসের রামায়ণ।
" " গরম—জেকোবাবাদে।
" " অন্ধ—আজমীঢ়ে।
" " তুলা জন্মে—বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে।
" " গম জন্মে—পূর্ব-পাঞ্জাবে।
" দীর্ঘ রাস্তা—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (১৫০০ মাইল)।
" " সেতু—শোণ নদীর পুল।
" পুরাতন ধর্মগ্রন্থ—বেদ (হিন্দু)।
" " মিউনিসিপ্যালিটি—আহমদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি।
" শ্রেষ্ঠ ধনী—বরোদার মহারাজা ও হায়দরাবাদের নিজাম।
" উন্নত ভাষা—বাংলা ভাষা।

ভারতে বৃহৎ নগরী—প্রথম—কলিকাতা ; দ্বিতীয়—বোম্বাই ; তৃতীয়—মাদ্রাজ ; চতুর্থ—দিল্লী।

ভারতের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র—

নালন্দা, সোমপুর, কাশী, কাঞ্চী, উজ্জয়িনী, তক্ষশীলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি।

ভারতে প্রচলিত ও প্রধান প্রধান ভাষা—

ভারতে সর্বশুদ্ধ ১২৫টি ভাষা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে প্রধান ভাষা প্রায় ১৪টি। যথা:—(১) হিন্দি, (২) বাঙ্‌লা, (৩) উর্দু, (৪) উড়িয়া, (৫) গুজরাটী, (৬) আসামী, (৭) কানাড়ী, (৮) তেলেগু, (৯) নেপালী, (১০) মালয়ালম, (১১) কাশ্মীরী, (১২) পাঞ্জাবী (১৩) সিন্ধি, (১৪) তামিল।

প্রাচীন ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত—

দর্শনে—ব্যাস, কপিল, পাতঞ্জল, গৌতম, জৈমিনি, শঙ্করাচার্য, কুমারিল ভট্ট, রামানুজম্।

অর্থশাস্ত্রে—চাণক্য।

বীজগণিতে—লীলাবতী, শ্রীধর আচার্য।

কাব্যে—শ্রীহর্ষ, ভারবী, মাঘ ও কালিদাস।

সাহিত্যে—বাণভট্ট, দণ্ডি।

বিজ্ঞানে—আর্যভট্ট। **রসায়ন শাস্ত্রে**—নাগার্জুন।

চিকিৎসাশাস্ত্রে—চরক ও শুশ্রুত।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে—বরাহ, মিহির, খনা, ভাস্করাচার্য।

বর্তমান ভারতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত—

কাব্য সাহিত্যে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত)

উদ্ভিদ বিদ্যা—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

রসায়ণ বিদ্যা—আচার্য পি, সি, রায়।

পদার্থ বিদ্যা—সত্যেন বসু এবং সি, ভি, রমন (নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত)।

চিকিৎসা-বিদ্যা—সুব্বারাও। **সংখ্যাতত্ত্ব**—প্রশান্ত মহলানবীশ।

ভারতের কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে স্থাপিত—

১। কলিকাতা	১৮৫৭		১১। লক্ষ্ণৌ	১৯২০
২। মাদ্রাজ	”		১২। আলিগড় মুসলিম	”
৩। বোম্বাই	”		১৩। ঢাকা	”
৪। পাঞ্জাব	১৮৮২		১৪। বিশ্বভারতী	১৯২১
৫। এলাহাবাদ	১৮৮৭		১৫। দিল্লী	১৯২২
৬। বেনারস হিন্দু	১৯১৫		১৬। নাগপুর	১৯২৩
৭। মহীশূর	১৯১৬		১৭। অন্ধ্র	১৯২৬
৮। পুনা থ্যাকারসে (মহিলা)	”		১৮। পাটনা	১৯২৭
			১৯। আন্নামালাই	১৯২৯
৯। আগ্রা	”		২০। ত্রিবাঙ্কুর	১৯৩৮
১০। ওসমানিয়া	১৯১৮		২১। গৌহাটী	১৯৪৮

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র—

বাংলা ভাষা—১। বসুমতী ; ২। আনন্দবাজার ; ৩। যুগান্তর

হিন্দী ভাষা—১। বিশ্বমিত্র ; ২। সংমার্গ।

ইংরাজী ভাষা—১। অমৃতবাজার পত্রিকা ; ২। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ; ৩। স্টেটস্‌ম্যান (কলিকাতা)।

১। ট্রিবিউন, ২। লীডার, ৩। ডেলী হেরাল্ড (লাহোর) ; হিন্দু (মাদ্রাজ)।

১। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া ; ২। বম্বে ক্রনিক্যাল (বোম্বাই) ; সার্চলাইট (পাটনা)।

ভারতের প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারীং কীর্তি—

১। টালার জলের ট্যাঙ্ক (কলিকাতা); ২। লয়েড বাঁধ (চাটঘর-বোম্বাই); ৩। স্থক্কুর বাঁধ (সিন্ধু); ৪। পাপনাশম বাঁধ (মাদ্রাজ); ৫। পাইকারা নদীর জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (দাক্ষিণাত্য); ৬। পেরিয়ার বাঁধ (ত্রিবাঙ্কুর); ৭। কাবেরী নদীর উপর মেটুর বাঁধ ; ৮। নিজাম সাগর বাঁধ ; ৯। হাবড়া পুল (কলিকাতা); ১০। দামোদর বাঁধ ; ১১। উত্তর ভাগ জল নিষ্কাশন পরিকল্পনা (উত্তরভাগ-২৪ পরগণা)।

ভারতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান—

১। রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে স্থাপিত।

২। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্ ফর্ কাল্টিভেশন অব সায়েন্স, (ক্যালকাটা) ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে স্থাপিত।

৩। ইণ্ডিয়ান একাডেমী অব সায়েন্স (বাঙ্গালোর), ১৯৩৪ খৃঃ অব্দে স্থাপিত।

৪। ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ম, (কলিকাতা), ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে স্থাপিত।

৫। হপকিনস্ ইনস্টিটিউট (বোম্বাই), ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে স্থাপিত।

৬। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির (কলিকাতা), ১৯১৭ খৃঃ অব্দে স্থাপিত।

৭। ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পুণা) ১৯১৭ খৃঃ অব্দে স্থাপিত।

৮। ইন্স্টিটিউট অব্ ইঞ্জিনীয়ার্স (কলিকাতা)।

৯। ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স (এলাহাবাদ), ১৯৩৬ খৃঃ অব্দে স্থাপিত।

ভারতের বৃহৎ লৌহ কারখানা—

১। টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোং। ২। স্টীল কর্পোরেশন অব্ বেঙ্গল ; ৩। মহীশূর আয়রন এণ্ড স্টীল ওয়ার্কস্ ; ৪। ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টাল কোং।

ভারতের রেলপথ—

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ ও জাতীয় সরকার গঠনের পূর্বে—
১। ইস্ট ইণ্ডিয়ান ; ২। বেঙ্গল নাগপুর ; ৩। বেঙ্গল আসাম ; ৪। বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েস্টার্ণ ; ৫। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার ; ৬। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ; ৭। সাউথ ইণ্ডিয়ান ; ৮। বম্বে বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান ; ৯। মাদ্রাজ এণ্ড সাউথ মারহাট্টা ; ১০। রোহিলাখণ্ড কুমায়ুন ; ১১। নিজাম স্টেট ; ১২। স্টেট বেঙ্গল প্রভৃতি রেলপথগুলি ভারতের অন্যতম রেলপথ ছিল। বর্তমানে সকল রেলপথের মালিক ও পরিচালক কেন্দ্রীয় সরকার। সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সমগ্র ভারতের রেলপথ ৬টি আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত। এই ভাগগুলি বর্তমানে এইরূপ—

১। সাদার্ন রেলওয়ে (হেড অফিস—মাদ্রাজ) ২। সেণ্ট্রাল রেলওয়ে (হেড অফিস—বোম্বাই) ৩। ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে (হেড অফিস—বোম্বাই, ৪। নর্দার্ন রেলওয়ে (হেড অফিস—দিল্লী), ৫। ইস্টার্ন রেলওয়ে (হেড অফিস—কলিকাতা), ৬। নর্থ-ইস্টার্ন রেলওয়ে (হেড অফিস—গোরক্ষপুর)।

ভারতে সম্প্রদায়গত অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির শতকরা হার—

হিন্দু প্রায় ৮ জন ; খ্রীষ্টান প্রায় ২৮ জন ; মুসলমান প্রায়

৬ জন ; জৈন প্রায় ৩৫ জন ; বৌদ্ধ প্রায় ৯ জন ; শিখ প্রায় ৯ জন ; ইহুদি প্রায় ৪১ জন ; পার্শি প্রায় ৭৯ জন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও প্রদেশপালদের গ্রীষ্মাবাস—

রাষ্ট্রপতি (সিমলা) ; পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল (দার্জিলিং) ; আসামের প্রদেশপাল (শিলং) ; বিহারের প্রদেশপাল (রাঁচী); বোম্বাইয়ের প্রদেশপাল (মহাবালেশ্বর) ; মাদ্রাজের প্রদেশপাল (উটকামণ্ড) ; মধ্য প্রদেশের প্রদেশপাল (পাঁচমারী) ; যুক্তপ্রদেশের প্রদেশপাল (নৈনিতাল)।

ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান প্রধান শিল্পের কারখানা—

	ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র	পাকিস্তান
কাপড়ের কল	৩৮০	৯
মোজা ও গেঞ্জির কল	১৫২	—
লৌহ ও ইস্পাত কারখানা	১৮	—
তামাক ও সিগারেটের কল	১৬৫	—
সিমেণ্ট কারখানা	১৬	৩
কাগজের ,,	১৬	১
জুতার ,,	২১	—
কাচের ,,	৭৭	২
ট্যানারী ,,	৩৭	—
পাটকল ,,	১০৮	১
চিনির কল	১৫৬	১০

কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা—

১। শাহজাহানের তাজমহল নির্মাণ শেষ—১৬৪৫ খৃঃ, ৩০শে জুন।
২। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠা —১৬০০ খৃঃ।
৩। প্রথম ডাকের প্রচলন (শেরশাহ) —১৭৬৬ খৃঃ।
৪। প্রথম ইংরাজী সংবাদপত্র —১৭৮০ খৃঃ, ২০শে জানুয়ারী।
৫। দশশালা বন্দোবস্ত —১৭৯৩ খৃঃ, ১২ই আগষ্ট।
৬। ভারতীয়দিগকে জুরীর ক্ষমতাদান —১৮২৭ খৃঃ।
৭। সতীদাহ প্রথা নিবারণ —১৮২৯ খৃঃ।
৮। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন (মেকলে সাহেব) —১৮৩২ খৃঃ।
৯। ভারতে প্রথম বাষ্পীয় রেলগাড়ী চলাচল(বোম্বাই)—১৮৫৩ খৃঃ।
১০। বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ প্রবর্তন —১৮৫৪ খৃঃ, ২৩শে মার্চ।
১১। সিপাহী বিদ্রোহ —১৮৫৭ খৃঃ।
১২। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা —১৮৫৮ খৃঃ।
১৩। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ভারত-শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ —১৮৫৮ খৃঃ।
১৪। ভিক্টোরিয়াকে ভারত-সম্রাজ্ঞী ঘোষণা —১৮৭৭ খৃঃ।
১৫। বিপ্লববাদী জাতীয়তার সূচনা —১৯০৫ খৃঃ।
১৬। এলাহাবাদ হইতে বিমানে প্রথম ডাক প্রেরণ —১৯১১ খৃঃ।
১৭। স্বায়ত্ত-শাসন-সঙ্ঘ গঠন (লক্ষ্ণৌ-চুক্তি) —১৯১৬ খৃঃ।
১৮। ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়ার অঙ্গীকার —১৯১৭ খৃঃ।
১৯। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড —১৯১৯ খৃঃ, ১৩ই এপ্রিল।
২০। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ —১৯২০ খৃঃ।
২১। লবণ কর আইন পাশ —১৯২৩ খৃঃ।

২২। ভারতায় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ—১৯২৯ খৃঃ।
২৩। ভারতীয় লবণ আইন অমান্য —১৯৩০ খৃঃ, ১লা এপ্রিল।
২৪। গান্ধী-আরউইন চুক্তি — „ —১৬ই মার্চ।
২৫। উড়িষ্যা ও সিন্ধু পৃথক প্রদেশরূপে গণ্য —১৯৩৫ খৃঃ।
২৬। ক্রিপস্ প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক অগ্রাহ্য —১৯৪২ খৃঃ।
২৭। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক বৃটিশের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত —১৯৪২, ৮ই আগষ্ট।
২৮। সমগ্র কংগ্রেস-নেতা বন্দী —১৯৪২, ৯ই আগষ্ট।
২৯। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি —১৯৪৫ খৃঃ।
৩০। বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদ গঠনের পরিকল্পনা মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত —১৯৪৫।
৩১। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সামরিক বিচার আরম্ভ (দিল্লীর লাল কেল্লায়) —১৯৪৫, ৫ই নভেম্বর।
৩২। কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রি-মিশন প্রদত্ত গণ-পরিষদ প্রস্তাব গৃহীত —১৯৪৬, ৭ই জুলাই।
৩৪। মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা) —১৯৪৬, ১৬ই আগষ্ট।
৩৪। ভারতের অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় সরকার (নেহেরু-গবর্নমেণ্ট) গঠন —১৯৪৬, ২রা সেপ্টেম্বর।
৩৫। দিল্লীতে গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন —১৯৪৬, ৯ই ডিসেম্বর।
৩৬। বঙ্গদেশ বিভক্ত —১৯৪৭, ২০শে জুন।

৩৭। পাঞ্জাব বিভক্ত —১৯৪৭, ২৩শে জুন।

৩৮। আসাম হইতে শ্রীহট্ট বিচ্ছিন্ন ও
পূর্ব পাকিস্তানে সংযুক্ত —১৯৪৭, ৬ই জুলাই।

৩৯। দিল্লীর পুরাতন কেল্লায় জওহরলাল নেহরু কর্তৃক আহূত
আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলন আরম্ভ, —১৯৪৭, ২৩শে মার্চ।

৪০। সম্মেলন শেষ —১৯৪৭,২রা এপ্রিল।

৪১। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলী কর্তৃক ১৯৪৭ সালের
জুন মাসের মধ্যে দায়িত্বশীল ভারতবাসীর হস্তে
ক্ষমতা হস্তান্তর ঘোষণা —১৯৪৭, ২০শে ফেব্রুয়ারী।

৪২। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা কর্তৃক ভারতকে
২টি সার্বভৌম স্বাধীন ডোমিনিয়নে
(ভারত ও পাকিস্তান) স্বীকৃতি
বিল আইনে পরিণতি —১৯৪৭, ১৮ই জুলাই।

৪৩। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারত ও
পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কর্তৃত্ব
হস্তান্তর —১৯৪৭, ১৫ই আগষ্ট।

৪৪। ব্রিটিশ সৈন্যের প্রথম ভারত ত্যাগ—১৯৪৭, ১৭ই আগষ্ট।

৪৫। ,, ,, শেষ ,, ,, —১৯৪৭, ১৯শে ডিসেম্বর।

৪৬। ভারতের শেষ ভাইসরয়
লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কার্যভার গ্রহণ—১৯৪৪, ২৪শে মার্চ।

৪৭। কার্যভার শেষ —১৯৪৭,১৫ই আগষ্ট।

৪৮। স্বাধীন ভারতের প্রথম নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর জেনারেল
লর্ড মাউন্টব্যাটনের কার্যভার গ্রহণ —১৯৪৭,১৫ই আগষ্ট।

৪৯। ১৯৪৭, ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতার স্মরণীয় দিন রূপে সরকারী ছুটীর দিন ধার্য ও অশোক-চক্র-লাঞ্ছিত জাতীয় পতাকা সরকারী ও বে-সরকারী অফিস ও গৃহাদিতে উত্তোলন।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বিবর্তন—

১৭৫৭ খৃঃ ২৩শে জুন ...	ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পত্তন।
১৭৭৩ খৃঃ ...	রেগুলেটিং এ্যাক্ট।
১৭৮৪ খৃঃ ...	পিটের ভারত-শাসন আইন।
১৮৫৩ খৃঃ ...	চার্টার এ্যাক্ট।
১৮৫৮ খৃঃ ...	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা।
১৮৬১ খৃঃ ১৮৯২ খৃঃ ...	কাউন্সিল আইন।
১৯০৯ খৃঃ ...	সংস্কার আইন।
১৯১৯ খৃঃ ...	মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার।
১৯৩৫ খৃঃ ...	ভারত-শাসন আইন।
১৯৪২ খৃঃ ...	ক্রিপস্ প্রস্তাব।
১৯৪৬ খৃঃ ...	ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লির ঘোষণা।
১৯৪৬ খৃঃ ...	মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা।
১৯৪৭ খৃঃ ...	বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা।
১৯৪৭ খৃঃ, ১৫ই আগষ্ট ...	ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি।

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের কয়েকজন বিপ্লবী বীর—

ক্ষুদিরাম বসু; প্রফুল্ল চাকী; সত্যেন বসু; রাসবিহারী বসু; যতীন্দ্র মুখার্জি (বাঘা যতীন); কানাইলাল দত্ত; ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী;

উল্লাসকর দত্ত ; অরবিন্দ ঘোষ ; ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ; যতীন দাস ; সূর্য সেন ; দীনেশ গুপ্ত ; বটুকেশ্বর দত্ত ; বিনয় বসু ; বীর সাভারকর ; ভগৎ সিং ; সুধীর গুপ্ত ; রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ; পুলিনবিহারী দাস ; সুভাষচন্দ্র বসু।

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের ক্রমবিকাশ—

১৭৫৭—ব্রিটিশ রাজত্বের গোড়াপত্তন।

১৮৫০—কিছু পূর্ব হইতে প্রায় দশ বৎসর তীব্রভাবে নীল-বিদ্রোহ (বাংলা ও বিহারে প্রবলভাবে)।

১৮৫৭—কিছু পূর্ব হইতে তীব্রভাবে 'ওহাবি' আন্দোলন।

১৮৫৭—ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহ।

১৯১৫—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বাঙালীর রাজনৈতিক জাগরণ।

১৯১৯—জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ফলে ভারত-বাসীদের মধ্যে বিক্ষোভ।

১৯২১—গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ও মওলানা শওকত আলীর খিলাফত আন্দোলন।

১৯৩০—লবণ আইন অমান্য আন্দোলন। সবরমতী হইতে গান্ধীজীর ডাণ্ডি যাত্রা। বিপ্লবীদের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

১৯৪২—'ভারত-ছাড়' (কুইট ইণ্ডিয়া) আন্দোলন।

১৯৪৪—পূর্ব এশিয়া হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত (ইম্ফল, কোহিমা প্রভৃতি) আক্রমণ।

১৯৪৫—বন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবীতে দেশে বিদ্রোহের আগুন।

১৯৪৬—নৌ-বিদ্রোহ।

১৯৪৭—১৫ই আগস্ট ভারতবাসীর হস্তে ব্রিটিশের ক্ষমতা ত্যাগ।

ভারতের বিবিধ সংবাদ—

ভারতে শতকরা কতজন হিন্দু?—প্রায় ৬৬ জন।

ভারতে শতকরা কতজন মুসলমান?—প্রায় ২৪ জন।

ভারতে অন্যান্য জাতি শতকরা কতজন?—প্রায় ১০ জন।

ভারতে শতকরা কতজন শিক্ষিত?—প্রায় ৮ জন।

ভারতে শতকরা কতজন গ্রামে বাস করে?—প্রায় ৯০ জন।

ভারতে কতজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বাস করে?—প্রায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার, ৪ শত।

ভারতে মোট কতজন ডাক্তার নার্স আছে?—প্রায় ৪৮ হাজার ডাক্তার এবং ৫ হাজার নার্স আছে। (প্রতি ৭ হাজার লোকের জন্য ১ জন ডাক্তার ও প্রতি ৮৬ হাজার লোকের জন্য ১ জন নার্স আছে।)

ভারতে প্রতি জনে শিক্ষার ব্যয় কত?—প্রায় ২ আনা (বর্তমানে সরকারী অনুগ্রহে আংশিক বৃদ্ধি পাইতেছে)।

ভারতে কতগুলি শহর?—প্রায় ২ হাজার ৬ শত।

ভারতে কতগুলি গ্রাম?—প্রায় ৭ লক্ষ।

ভারতে কতগুলি পোস্ট অফিস?—২৩,৫৫০ (বর্তমানে আরও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।)

ভারতে কতগুলি হাসপাতাল ?—৬৭১৮টি।

ভারতে কতগুলি মিউনিসিপ্যালিটি ?—৭ শত ৪০টি।

ভারতে কতগুলি আর্ট কলেজ ?—আনুমানিক ২ শত ৫০টি।

ভারতে কতগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় ?—আনুমানিক ১,৫৮,৬০[illegible]টি (বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে)।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান শাসনকর্তারউপাধি কি?—
রাষ্ট্রপতি।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কোথায় থাকেন ?—দিল্লীতে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্ট কে ?—
ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

ভারতীয় ডোমিনিয়নের প্রথম বড়লাট কে ?—
লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রধান-মন্ত্রী এবং সহকারী প্রধান মন্ত্রী কে ?—প্রথম প্রধান-মন্ত্রী—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।
সহকারী প্রধান মন্ত্রী—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

ইউরোপীয় প্রণালীতে সামরিক শিক্ষার প্রথম কলেজ কোথায় ও কবে খোলা হয় ?—১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে, দেরাদুনে।

ভারত তথা জগতের আদি কবি কে এবং কে সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক রচনা করেন ?—
মহাকবি বাল্মীকি (রামায়ণ রচনা করেন)।

রামায়ণে কয়টি এবং কি কি কাণ্ড আছে ?
সাতটি—(১) আদি, (২) অযোধ্যা, (৩) অরণ্য, (৪) কিষ্কিন্ধ্যা, (৫) সুন্দরা, (৬) লঙ্কা, (৭) উত্তরা।

মহাভারতে কয়টি এবং কি কি পর্ব আছে ?

আঠারটি—(১) আদি, (২) সভা, (৩) বন, (৪) বিরাট, (৫) উদ্যোগ, (৬) ভীষ্ম, (৭) দ্রোণ, (৮) কর্ণ, (৯) শল্য, (১০) সৌপ্তিক, (১১) নারী, (১২) শান্তি, (১৩) অনুশাসন, (১৪) অশ্বমেধ, (১৫) আশ্রম, (১৬) মুষল (১৭) মহাপ্রস্থান, (১৮) স্বর্গারোহণ।

ভারতে প্রথম কোথায় কলে কাগজ তৈয়ারী হয় ?

প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে শ্রীরামপুরে ; ১৮৬৭ খৃঃ বালিতে।

ভারতে কোথায় কবে বেতারের (রেডিও) প্রচলন হয় ?

১৯২৪ খ্রীঃ মাদ্রাজে প্রথম বেতার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সূচনাকারী কে ?— লর্ড ক্লাইভ।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানকারী কে ?—বিলাতে বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী এটলী, ; ভারতে ভাইসরয় লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন (১৯৪৭)।

ভারতে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয় কোথায় ?

কলিকাতা ও ডায়মণ্ডহারবারের মধ্যে।

ভারতে প্রথম ক্রিকেট টেস্ট-ম্যাচ খেলা হয় কোথায় ?

বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ।

বিদেশীয় খেলা কি কি ?—ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস, বাস্কেটবল, ভলিবল, রাগবী, ওয়াটার-পোলো প্রভৃতি।

ভারতীয় দেশীয় ভাষায় কোন্ সংবাদপত্রের প্রচার বেশী ?

আনন্দবাজার পত্রিকা (বাংলা ভাষায়)।

ভারতে কোন্ রেলওয়ে ট্রেনে কেবল প্রথম শ্রেণীর গাড়ী থাকে ?

—(বোম্বাই—হাওড়া) ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেল।

ভারতে প্রথম রেলপথের প্রচলন হয় কবে ?

১৮৫৩ খ্রীঃ ১৮ই এপ্রিল (বোম্বাই—থানা) মাত্র ২১ মাইল পথ। (গ্রেট-ইণ্ডিয়ান পেনিনসুপার রেলওয়ে।)

ভারতের কোন্ বড়লাট প্রথমে 'ভাইসরয়' উপাধি পান ?

লর্ড ক্যানিং।

ভারতের কোথায় কোথায় টাকশাল আছে ?

লাহোর, কলিকাতা, বোম্বাই।

ভারতের কোন্ কোন্ শহরে ট্রাম আছে ?

কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বাই।

ভারতে কোন্ কোন্ শহরে কর্পোরেশন আছে ?

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ।

ভারতের কোন্ প্রদেশে স্ত্রীলোক বেশী ?

মাদ্রাজে (হাজারে ৪৫ জন বেশী)।

ভারতের কোন্ প্রদেশে পুরুষ বেশী ?—পাঞ্জাবে।

ভারতে কোন্ প্রদেশে বিধবা বেশী ?—

বঙ্গদেশে। (শতকরা প্রায় ৪ জন)।

কোন্ কোন্ মহিলা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন ?—এ্যানি বেশান্ত, সরোজিনী নাইডু, নেলী সেনগুপ্তা।

টাকার বিনিময় মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্স ধার্য হয় কবে ?

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে।

বড়লাটের মন্ত্রিসভায় বেসরকারী সভ্য নিয়োগ হয় কবে ?

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে।

ভারতের সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের নাম কি ?

বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা জেনারেল এডভারটাইজার (১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী) কলিকাতায় প্রথম প্রকাশ হয়।

ভারতীয়দের পরিচালিত ও সম্পাদিত সর্বপ্রথম সংবাদ কি ?

বেঙ্গল গেজেট। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ভারতে প্রথম মহিলা মন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূত কে ?—বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

নেপালী সৈন্যদের কি বলে ?—গুর্খা।

শেরশাহের কোন্ কীর্তি ভারতে বিদ্যমান ?—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।

ভারতের কোন্ স্থানে প্লেগ রোগের বিষয় গবেষণা হয় ?

বোম্বাই প্রদেশে হপকিন্স ইন্‌স্টিটিউটে।

কোন্ দেশীয় রাজ্যের রাজা মুসলমান অথচ হিন্দু প্রজা অধিক ?

হায়দরাবাদ।

ভারত সরকারের নিজস্ব ব্যাঙ্ক কোন্‌টি ?

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া।

ভারতের প্রথম বীমা কোম্পানী কোন্‌টি ?

উইলিয়ম ইন্সিওরেন্স কোম্পানী (১৭৯৩ খৃঃ স্থাপিত হয়)।

মহাত্মা গান্ধী কতগুলি ভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন ?

১৪টি। উর্দু, সংস্কৃত, বাঙলা, উড়িয়া, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কানারিজ, অসমীয়া, সিন্ধী, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটি, ইংরাজী।

ভারতে বর্তমানে কতগুলি বীমা প্রতিষ্ঠান আছে ?

প্রায় ৩০০টি। তন্মধ্যে প্রায় ২৩০টি ভারতীয় মূলধনে চলে।

ভারতের প্রাসাদময়ী নগরী কোন্‌টি ?—কলিকাতা।

রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্ন কে কে ?

কালিদাস, বররুচি, ক্ষপণক, বেতালভট্ট, শঙ্কু, ধন্বন্তরী, ঘটকর্পর, বরাহ-মিহির, অমরসিংহ।

(ইঁহারা সকলে এক সময়কার লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।)

ভারতে প্রথম ইংরাজ কে আসেন ?—টমাস্ স্টিফেনসন।

কোহিনূর কি বস্তু ?—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মূল্যবান মণি।

ভারতে রেলপথের পরিমাণ কত ?—৪৩,১৯৮ মাইল।

বর্তমান হাওড়ার পুল নির্মাণে কত টাকা ব্যয় হয় ?

প্রায় ২ কোটি টাকা।

ভারতের দ্রুতগামী রেলগাড়ী কি ?

ডেকান কুইন (পুনা হইতে বোম্বাই)।

কুইনাইন কি ?

সিঙ্কোনা গাছের ছালের নির্যাস হইতে প্রস্তুত ঔষধ।

ভারতের সর্বাপেক্ষা ছোট দেশীয় রাজ্য কোন্‌টি ?—বিলবারী।

ভারতের সবচেয়ে বড় দেশীয় রাজ্য কোন্‌গুলি ?

হায়দরাবাদ, কাশ্মীর, কালিকট।

ভারতে অন্ধের সংখ্যা কত ?—প্রায় ৬ লক্ষ।

তাজমহল কি ?—শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত আগ্রা শহরে বেগম মমতাজের সমাধি মন্দির।

যবন হরিদাস কাহার শিষ্য ?—শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের।

আই. এন. এ শব্দের অর্থ কি ?—ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি।

নেতাজীর জন্ম-তারিখ কবে ?— ২৩শে জানুয়ারী।

সাধারণতঃ কত বৎসর অন্তর লোক-গণনা হয় ?

১০ বৎসর অন্তর।

কত টাকার কম হইলে রসিদে স্ট্যাম্প লাগে না ?

২০৲ (কুড়ি) টাকার।

ভারতের স্বাধীনতা দিবস (বৃটিশ-শাসন মুক্তি) কবে ?

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট।

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় কবে ?—২৬ শে জানুয়ারী।

গণ-পরিষদের কার্য কি ছিল ?—রাষ্ট্রের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন।

ভারতীয় রাষ্ট্রের ও পাকিস্তানের কোথায় পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় ?—ভারতীয়-রাষ্ট্রে আসামের ডিগবয়ে এবং পাকিস্তানে পশ্চিম পাঞ্জাবের আটক জিলায়।

লাল কেল্লা কি এবং কোথায় ?—ইহা একটি দুর্গ-বিশেষ ; দিল্লীতে অবস্থিত। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে ইহা সম্রাট্ শাহ জাহান তৈয়ারী করান। লাল কেল্লার সহিত বহু ঐতিহাসিক ঘটনা সংযুক্ত। দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার এইখানে হইয়াছিল। অতঃপর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বিচারালয়রূপে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

পাকিস্তানের কথা

পাকিস্তান শব্দের অর্থ কি ?—পুণ্যাত্মাদের দেশ।

পাকিস্তান কয় ভাগে বিভক্ত ?—দুই ভাগে—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান বলিতে কি বুঝ ?

পশ্চিমবঙ্গ বাদে অখণ্ড বাঙলার অবশিষ্টাংশ হইল পূর্ব পাকিস্তান এবং সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ লইয়া পশ্চিম পাকিস্তান গঠিত।

পাকিস্তানের রাজধানীর নাম কি ?—করাচী।

পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল কে ছিলেন ?

মহম্মদ আলী জিন্না।

রাজধানী সহ পাকিস্তানের প্রদেশগুলির নাম কি ?

পূর্ববঙ্গ—ঢাকা ; সিন্ধু—করাচী ; পশ্চিম পাঞ্জাব—লাহোর ; বেলুচিস্তান—কোয়েটা ; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—পেশোয়ার।

পাকিস্তানের প্রথম প্রধান মন্ত্রী কে ?—লিয়াকৎ আলি খান।

পাকিস্তানের বর্তমান গভর্ণর জেনারেল কে ?—ইস্কান্দর মির্জা।

পাকিস্তানের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী কে ?—চৌধুরী মহম্মদ আলী।

পাকিস্তানে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যগুলির নাম কি ?

ভাওয়ালপুর, খয়েরপুর, কালাত, লাসবেলা, চিত্রল ও সোয়েট।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি ?

উর্দূ। তবে পাকিস্তানের বেশীর ভাগ লোক বাঙলা ভাষায় কথা বলে।

পাকিস্তানের প্রধান প্রধান শহরগুলির নাম কর।

করাচী, লাহোর, ঢাকা।

পাকিস্তানের প্রচলিত ভাষাগুলির নাম কি?

বেলুচি, পুশ্‌তু, সিন্ধ্রী, উর্দু, বাংলা।

পাকিস্তানে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে?

তিনটি—১। ঢাকা, ২। রাজসাহী, ৩। সিন্ধু, ৪। লাহোর (পশ্চিম-পাঞ্জাব)।

পাকিস্তানে শিক্ষিতের হার কি?—শতকরা ৯ জন শিক্ষিত।

পাকিস্তানের লোকসংখ্যা কত?— প্রায় সাড়ে সাত কোটি।

পাকিস্তানে কত মাইল রেলপথ আছে?— প্রায় ৬৬৬০ মাইল।

পাকিস্তানের প্রধান রেলপথগুলির নাম কি?

নর্থ-ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে, ইস্টার্ণ-বেঙ্গল রেলওয়ে।

পাকিস্তানের প্রধান বিমান প্রতিষ্ঠানের নাম কি?

ওরিয়েণ্ট এয়ারওয়েজ লিঃ, করাচী।

পাকিস্তানের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য কি?

ধান, গম, পাট, তূলা, তামাক, তৈলবীজ ইত্যাদি।

পাকিস্তানের প্রধান খনিজ দ্রব্য কি?

ক্রোমাইট, গন্ধক, খনিজ লবণ, জিপসাম।

পাকিস্তানের বন্দরগুলির নাম কি?—করাচী ও চট্টগ্রাম।

পাকিস্তানের বৃহত্তম নদীর নাম কি?— সিন্ধু।

পাকিস্তানের সর্ব বৃহৎ পুল কোন্‌টি?—পদ্মার উপর সারা ব্রীজ।

পাকিস্তানের সর্ব বৃহৎ জলের বাঁধ কোন টি?—লয়েড বাঁধ (সিন্ধু)।

চতুর্থ অধ্যায়

পৃথিবীর কথা

মহাদেশ, মহাসাগর কাহাকে বলে?—আমাদের এই বিশাল পৃথিবীকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি স্থলভাগ এবং একটি জলভাগ। এই স্থলভাগ ও জলভাগকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। স্থলভাগের এক একটিকে মহাদেশ এবং জলভাগের এক একটিকে মহাসাগর বলে।

মহাদেশ কয়টি ও কি কি?—পৃথিবীর স্থলভাগকে মোট ছয়টি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ইহাদের এক একটি মহাদেশ; যথা—(১) এশিয়া; (২) ইউরোপ; (৩) আফ্রিকা, (৪) উত্তর-আমেরিকা; (৫) দক্ষিণ আমেরিকা; (৬) ওসেনিয়া।

মহাসাগর কয়টি ও কি কি?

পৃথিবীর বৃহৎ জলরাশিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ইহাদের এক একটি মহাসাগর। যথা—(১) ভারত মহাসাগর; (২) প্রশান্ত মহাসাগর, (৩) অতলান্তিক মহাসাগর; (৪) উত্তর মহাসাগর এবং (৫) দক্ষিণ মহাসাগর।

সবচেয়ে বড় মহাদেশ কোন্‌টি?—এশিয়া। ইহার আয়তন—১ কোটি ৭০ লক্ষ ৭৪ হাজার বর্গমাইল।

সবচেয়ে বড় মহাসাগর কোন্‌টি?—প্রশান্ত মহাসাগর। ইহার গভীরতা সর্বাপেক্ষা অধিক। মিনডানাও-এর কাছে ইহার গভীরতা ৩৫ হাজার ৪ শত ১০ ফুট।

সবচেয়ে ছোট মহাদেশ কোন্‌টি ?

ওসেনিয়া। ইহার আয়তন—৩০ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল।

সবচেয়ে ছোট মহাসাগর কোন্‌টি ?

দক্ষিণ মহাসাগর। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গভীরতা কম উত্তর মহাসাগরের। এই মহাসাগরের সর্বাধিক গভীরতা হইল ১৮ হাজার ৪ শত ৫৬ ফুট।

সমস্ত মহাদেশগুলির আয়তন কত ?

৫ কোটি ১৩ লক্ষ ৭৫ হাজার বর্গমাইল।

কোন্ মহাদেশের লোকসংখ্যা সর্বাধিক এবং কত ?

এশিয়া মহাদেশের। ১২৫ কোটি।

সমস্ত মহাদেশগুলির লোকসংখ্যা কত ?— প্রায় ২২০ কোটি।

দেশ কাহাকে বলে ?—এক একটি মহাদেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। মহাদেশের এক একটি বিভক্ত অংশকে দেশ বলে। যেমন, ভারতবর্ষ একটি দেশ।

ইহা কোন্ মহাদেশের অন্তর্গত ?—এসিয়ার।

এসিয়ার প্রধান প্রধান দেশগুলি কি কি ?—চীন, সোভিয়েট ইউনিয়নের অধিকাংশ, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, পারস্য, তুরস্ক, আরব, ইরাক, আফগানিস্তান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও ইন্দোচীন।

ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশগুলি কি কি ?

ইংলণ্ড (ওয়েল্‌স্ ও স্কটল্যাণ্ড সহ), ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, সোভিয়েট ইউনিয়নের কতকাংশ, স্পেন, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, পোল্যাণ্ড, হাংগেরি, অস্ট্রিয়া, জেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া ও গ্রীস।

আফ্রিকার প্রধান প্রধান দেশগুলি কি কি?

ইজিপ্ট বা মিশর, সুদান, লিবিয়া, আলজিরিয়া, কংগো, কেনিয়া, টাঙ্গানিকা, রোডেসিয়া, বেচুয়ানাল্যাণ্ড, মোজাম্বিক, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন প্রভৃতি।

উত্তর আমেরিকার প্রধান প্রধান দেশগুলি কি কি?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আলাস্কা ও মেক্সিকো।

দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান প্রধান দেশগুলি কি কি?

ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পেরু, ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, গিয়ানা, পারাগোয়ে, উরুগোয়ে, চিলি, বোলিভিয়া, ও একোয়াডোর।

ওসেনিয়ার প্রধান দেশ কোনটি?—অস্ট্রেলিয়া।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কোন্‌গুলি?

এসিয়ায়— হিমালয় পর্বতের এভারেস্ট [illegible] গৌরীশঙ্কর [illegible],২৪১ ফুট

ইউরোপে—ককেশাস অঞ্চলে এলবুর্জ [illegible]৮,৫৬৪ ,,

আফ্রিকায়— পূর্ব অঞ্চলে কিলিমাঞ্জারো ১৫,৩২১ ,,

উত্তর আমেরিকায়—আলস্কার মেকিনবাই ২০,৩০০ ,,

দক্ষিণ আমেরিকায়—ইকোয়েডরে চিম্বরাজো ২০,৭০২ ,,

পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীগুলি কি কি?

সোভিয়েট এশিয়া—অব ২৮০০ মাইল

,, —আমুর ২,৫০০ ,,

আফ্রিকা —নীলনদ ৩৬০০ ,,

আফ্রিকা —কংগো ২,৯০০ ,,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র —মিসিসিপি-মিসৌরী ৩,৯৮৮ ,,

চীন — ইয়াংসিকিয়াং ৩,১০০ ,,

পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদগুলি কি কি ?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	—সুপিরিয়র	আয়তন ৩১,০০০ বর্গমাইল
”	—হিউরন	” ২৩,০০০ ”
”	—মিচিগান	” ২২,৪০০ ”
সোভিয়েট ইউনিয়ন	—আরল	” ২৪,০০০ ”
”	—বৈকাল	” ২৩,৩০০ ”
আফ্রিকা	—ভিক্টোরিয়া	” ২৬,০০০ ”

পৃথিবীর বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি কি কি ?

ইকোয়েডর	— চিম্বরাজো	উচ্চতা ২০,৭০২ ফুট
”	— কটোপাক্সি	” ১৯,৪৯৮ ”
”	—সান্গে	” ১৭,৪৬৪ ”
মেক্সিকো	—পপ কাটেপেট্ল্	” ১৭,৮৮০ ”
সিসিলি	—এট্না	” ১৭,৭৪০ ”

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত মরুভূমিগুলি কি কি ?

এশিয়া	—গোবি	৩০ লক্ষ বর্গমাইল
আফ্রিকা –	—কালাহারি	২ লক্ষ ”
”	—সাহারা	৩৫ ” ”

পৃথিবীর বৃহত্তম জলপ্রপাতগুলি কি কি ?

বৃটিশ গায়না	—কুকেনাম	উচ্চতা ২,০০০ ফুট
নিউজিল্যাণ্ড	– সাদারল্যাণ্ড	” ১,৯০৪ ”
দক্ষিণ আফ্রিকা	—তুগেলা	” ২,৮০০ ”
ফ্রান্স	—গাভারনি	” ১,৫৯১ ”

পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপগুলি কি কি?

কোন্ মহাসাগরে	দ্বীপ	আয়তন	লোকসংখ্যা
অতলান্তিক মহাসাগর	গ্রীন্‌ল্যাণ্ড	৮,২৬০০০ বর্গমাইল	১৮,২০৯
ভারত "	মাদাগাস্কার	২,৮৮০০০ "	৩৬,৭০,০০০
ভারত "	সুমাত্রা	১,১৬০০০ "	৮২,৫০,০০০
প্রশান্ত "	নিউগিনি	৩,৩০,০০০ "	৯,২০০০
প্রশান্ত "	বোর্নিও	২,৯০,০০০ "	২৯,৫০,০০০
উত্তর "	বাফিনল্যাণ্ড	২,৩১,০০০ "	২,০০০

[বৃটেন, আয়ার্ল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়াও প্রকৃতপক্ষে দ্বীপ তবে এইগুলিকে দেশ হিসাবেই ধরা হয়।]

পৃথিবীর বৃহত্তম খালগুলি কি কি?

জার্মানী	—ডর্টমণ্ড-এম্‌স্ খাল	দৈর্ঘ্য ১৭০ মাইল
রাশিয়া	—স্ট্যালিন-বাল্‌টিক-শ্বেতসাগর খাল	" ১৪১ "
সুইডেন	—গটা	" ১১৫ "
ইজিপ্ট	— সুয়েজ	" ১০৫ "
জার্মানী	—কিয়েল	" ৬১ "

পৃথিবীর উচ্চতম বাঁধগুলি কি কি?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	—বোল্ডার	উচ্চতা ৭২৬ ফুট
"	- গ্রাণ্ড কাউলি	" ৫৫০ "
ভারতবর্ষ (মাদ্রাজ)	—মেট্টুর	" ২৩৯ "
"	—ভাক্‌রা	" ৬৮০ "
রাশিয়া	—নীপার	" ২২০ "

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহর কি কি ?

ইংল্যাণ্ড	—লণ্ডন	লোকসংখ্যা	৮৩৪৬১৩৭
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	—নিউইয়র্ক	„	৭৮৯১৯৫৭
জাপান	—টোকিও	„	৬৩৩০১৪৬
ভারতবর্ষ	—কলিকাতা	„	২৯,১১,২০৯

পৃথিবীর বৃহত্তম সেতুগুলি কি কি ?

আমেরিকা (স্যানফ্রান্সিস্‌কো)	—গোল্ডেন গেট্	উচ্চতা	৪,২০০	ফুট
„ („)	—ট্রান্সবে	„	১,৩১০	„
„ (নিউইয়র্ক)	—জর্জ ওয়াশিংটন	„	৩,৫০০	„
ভারতবর্ষ (কলিকাতা)	—হাওড়ার পুল	„	২,১৪০	„

পৃথিবীর উচ্চতম বাড়ী কোন্‌গুলি ?

নিউইয়র্ক	—এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং	উচ্চতা ১,২৪৮ ফুট
„	—ক্রাইস্‌লার	„ ১,০৪৬ „
মস্কো	—সোভিয়েট প্রাসাদ	„ ১,৩০০ „

পৃথিবীর বৃহত্তম ঘণ্টা কোন্‌গুলি ?

মস্কোর মহাঘণ্টা	ওজন ২০০ টন
ব্রহ্মদেশের—মিংগুনের মহাঘণ্টা	„ ১২৫ টন

পৃথিবীর বৃহত্তম ভূগর্ভস্থ পথ কোন্‌গুলি ?

ইষ্ট ফিঞ্চ্‌লে হইতে মডার্ন	দৈর্ঘ্য সাড়ে ১৭ মাইল
গোল্ডার্স গ্রীন থেকে উইম্বল্ডন	১৬ „
বেন্ নেভিস্	১৫ „
টানা (জাপান)	১৩ „

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু কোন্‌টি ?

কি	কোন্‌টি	কোথায়	উচ্চতা
পর্বতশৃঙ্গ	মাউন্ট এভারেস্ট (গৌরীশঙ্কর)	ভারতবর্ষ	২৯,২৪১ ফুট
বাড়ী	সোভিয়েট প্রাসাদ	রাশিয়া	১৩০০ „
আগ্নেয়গিরি	চিম্বরাজো	ইকোয়েডর	২০,৭০২ „
গির্জা	উল্‌ম্‌ক্যাথিড্রেল	জার্মানি	৫২৯ „
বাঁধ	বোল্ডার	আমেরিকা	৭২৬ „
মূর্তি	স্ট্যাচু অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স	„	১৫১ „
মিনার	ইফেল্ টাওয়ার	ফ্রান্স	৯২৯ „
শহর	ফারি	তিব্বত	১৪,৩০০ „
মালভূমি	পামীর	মধ্য এসিয়া	

পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা কোন্‌গুলি ?

দালান	দক্ষিণ ভারত (রামেশ্বরম্ মন্দির)	৪০০০ ফুট লম্বা
রেলওয়ে প্লাটফর্ম	বিহার (শোনপুর)	
নদী	আফ্রিকা (নীলনদ)	৩৬০০ মাইল
প্রাচীর	চীনের প্রাচীর	১৫০০ মাইলের [বেশী
খাল	রাশিয়া (স্ট্যালিন-বালটিক শ্বেতসাগর)	১৪১ মাইল
রেলপথ	সোভিয়েট ইউনিয়ন (ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ—রিগা হইতে ব্লাডিভোস্টক)	৬০০০ মাইল

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কি ?

কি	কোন্‌টি	কোথায়
শহর	লণ্ডন	ইংলণ্ড
মরুভূমি	সাহারা	আফ্রিকা
প্রাসাদ	ভ্যাটিকান	রোম
মহাদেশ	এসিয়া	
দেশ	সোভিয়েট ইউনিয়ন	
হীরক খনি	কিম্বার্লি	দক্ষিণ আফ্রিকা
লবণ খনি	ক্রাকাউ	অস্ট্রেলিয়া
গির্জা	সেণ্ট পিটার্স গির্জা	রোম
হীরক	'দি কুলিয়ান'	
মুক্তা	বিয়ার্সফোর্ড হোপ পার্ল (ওজন ১৮০০ গ্রাম)	
দূরবীণ	পাসাডানা মানমন্দিরের	ক্যালিফোর্নিয়া
নদী (জলের পরিমাণ)	আমাজন	আমেরিকা
রেলস্টেশন	গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল টার্মিনাস	নিউইয়র্ক
গম্বুজ	গোল গম্বুজ, বিজাপুর	দক্ষিণ ভারত
হ্রদ	দি সুপিরিয়র	আমেরিকা
বাঁধ	লয়েড বাঁধ	পাকিস্তান
গ্রহ	বৃহস্পতি	
জাহাজ	কুইন এলিজাবেথ	ইংলণ্ড
মহাসাগর	প্রশান্ত মহাসাগর	
যাতুঘর	ব্রিটিশ মিউজিয়ম	লণ্ডন
ঘড়ি	কলগেট বিল্ডিং	আমেরিকা

কি	কোন্‌টি	কোথায়
পার্ক	ইয়োলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক	আমেরিকা
গ্রন্থাগার (লাইব্রেরী)	লেনিন লাইব্রেরী	রাশিয়া
সেতু	অকল্যাণ্ড সেতু	সানফ্রান্সিস্‌কো

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী কি এবং কোথায় ?

বৃষ্টিপাত	চেরাপুঞ্জী (আসাম)
লোক-সংখ্যা	চীনদেশ
ঘনবসতি	জাভা
বেঁটে পরিবার	স্ট্রাস্‌ ডেভিস (স্বামী ২০ ইঞ্চি, স্ত্রী ১৮ ইঞ্চি, ছেলে ৬ ইঞ্চি)
লম্বা লোক	ম্যাকগাম ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি
ঠাণ্ডা জায়গা	ভারখয়ান্‌স্ক (সাইবেরিয়া)
গরম জায়গা	আজিজিয়া (ট্রিপলিটানিয়া)

পৃথিবীর আশ্চর্য জিনিস কি কি ?

প্রাচীন যুগ—মিশরের পিরামিড ; ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান ; রোডসের পিতলের মূর্তি ; এফিসাসের ডায়নাদেবীর মন্দির ; রাজা মসোলাসের স্মৃতিস্তম্ভ ; অলিম্পিয়ার জুপিটারের মূর্তি ; আলেকজান্দ্রিয়ার আলোকস্তম্ভ।

মধ্যযুগ—আগ্রার তাজমহল ; টেম্‌স্‌ নদীর সুড়ঙ্গ ; চীনের প্রাচীর ; ইংলণ্ডের স্টোন হিঞ্জ ; পিসার হেলানো মিনার ; রোমের কোলোসিয়াম বা রঙ্গভূমি ; মস্কোর ঘণ্টা।

বর্তমান যুগ—বেতার, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ; স্টীম ইঞ্জিন ও মোটর ; এক্স-রে ; রেডিয়াম ; দূরবীক্ষণ ; বিমানপোত ও সাবমেরিণ ; আণবিক বোমা।

দেশ ও দেশবাসীদের কি বলা হয় ?

দেশ	দেশবাসী	দেশ	দেশবাসী
বৃটেন	ইংরাজ	মরক্কো	মূর
আমেরিকা	মার্কিন	আবিসিনিয়া	হাবসি
আফ্রিকা	নিগ্রো	হল্যাণ্ড	ওলন্দাজ
নেপাল	গুর্খা	ডেনমার্ক	ডাচ
ফ্রান্স	ফরাসী	আফগানিস্তান	কাবুলী

বিভিন্ন দেশের আইন-সভার নাম

রাষ্ট্র	আইন-সভা
ভারত ও ব্রিটেন—	—পার্লিয়ামেণ্ট
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	—কংগ্রেস
ইটালী	—সেনেট
ফ্রান্স	—চেম্বার অব ডেপুটিজ
চীন	—পিপল্‌স্ কাউন্সিল
জাপান	—ডায়েট
রাশিয়া	—সুপ্রীম সোভিয়েট
পারস্য	—মজলিস
স্পেন	—কর্টেশ
নরওয়ে	—স্টরটিং
হল্যাণ্ড	—স্টেটস্ জেনারেল
আয়ারল্যাণ্ড	—ডে'ল
তুরস্ক	—গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এ্যাসেম্‌ব্লি

বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম

দেশ	মুদ্রা	দেশ	মুদ্রা
ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম	টাকা	গ্রীস	ড্রাকমা
সিংহল, পাকিস্তান	টাকা	হল্যাণ্ড	ফ্লোরিন
চীন	টেইল	আমেরিকা, কানাডা	ডলার
জাপান	ইয়েন	স্পেন	পেসেটা
ইটালী	লিরা	বৃটেন	পাউণ্ড
জার্মানি	মার্ক		(স্টার্লিং)
ফ্রান্স	ফ্রাঙ্ক		

বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি

বাংলা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সংস্কৃত—কালিদাস
হিন্দী—তুলসীদাস
উর্দু—ইকবাল
ইংরাজী—সেক্সপীয়ার
জার্মান—গ্যেটে
গ্রীক—হোমার
পারসী—সাদী
জাপানী—নোগুচি
ইটালিয়ান—দান্তে

পৃথিবীর কোন্ প্রধান ভাষায় কত লোক কথা বলে ?

ভাষা		
চীনা	লোকসংখ্যা	৪০ কোটি
ইংরাজী	”	২০ ”
রাশিয়ান	”	১৩ ”
হিন্দী	”	১০ ”
জার্মান	”	৭ ”
স্পেনিশ	”	৭½ ”
ফরাসী	”	৭ ”
জাপানী	”	৭ ”
বাংলা	”	৮ ”

আবিষ্কার ও আবিষ্কারকগণ

কি	কে	কোথায়
রেল ইঞ্জিন	জর্জ স্টিফেনসন	ইংলণ্ড
টেলিগ্রাফ	মর্স	আমেরিকা
টেলিফোন	গ্রেহাম বেল	আমেরিকা
টেলিভিশন	বেয়ার্ড	ইংলণ্ড
বেতার	মার্কনি	ইতালি
বিমানপোত	রাইট ভ্রাতৃদ্বয়	আমেরিকা
বিজলী বাতি	এডিসন	আমেরিকা
ডিনামাইট	আলফ্রেড নোবেল	সুইডেন
এক্স-রে	রনট্জেন	জার্মানি
রেডিয়াম	মাদাম কুরী	ফ্রান্স
থার্মোমিটার	ফার্ণহাইট	ফ্রান্স
ব্যারোমিটার	টরিচেসী	ইতালী
দূরবীণ	গ্যালিলিও	ইতালী
ডায়নামো	ফ্যারাডে	ইংলণ্ড
টাইপরাইটার	শোল্জ	ইংলণ্ড
মুদ্রাযন্ত্র	কুর্নিগ	জার্মানি
গ্রামোফোন, চলচ্চিত্র	এডিসন	আমেরিকা
মটর গাড়ী	ডেমলার বেন্জ	আমেরিকা
মেসিন গান	গেটলিং সুইস	ফ্রান্স

ট্যাঙ্ক	সুইনটন্	ইংলণ্ড
কালাজ্বরের ইন্‌জেক্‌সন	ইউ. এন ব্রহ্মচারী	ভারতবর্ষ
পেনিসিলিন	ফ্লেমিং আলেকজাণ্ডার	আমেরিকা

বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্ম প্রবর্তকের নাম :—

ধর্ম	প্রবর্তকের নাম
হিন্দু ধর্ম	প্রাচীন ভারতের আর্য ঋষিগণ
বৌদ্ধ ধর্ম	গৌতম বুদ্ধ
জৈন ধর্ম	মহাবীর বর্ধমান
শিখ ধর্ম	গুরু নানক
ব্রাহ্ম ধর্ম	রাজা রামমোহন রায়
মুস্লিম ধর্ম	হজরৎ মহম্মদ
খ্রীষ্টান ধর্ম	যীশুখ্রীষ্ট
পার্শী ধর্ম	জোরোথুষ্ট

বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের নাম :—

হিন্দু—বেদ ; মুসলমান—কোরান ; খ্রীষ্টান—বাইবেল ; শিখ—গ্রন্থসাহেব ; বৌদ্ধ—ত্রিপিটক ; পারসিক—জেন্দাভেস্তা।

চিরস্মরণীয় রাজনীতিবিদ ও ধার্মিক ব্যক্তি-যাঁহাদের হত্যা করা হইয়াছে—

১। যীশুখ্রীষ্ট—ইহুদীদের চক্রান্তে ক্রুশবিদ্ধ হন।

২। সক্রেটিস—গ্রীসে ইনি নিজ দর্শন ও ধর্মমত প্রচারের জন্য দেশের সরকারের বিদ্বেষভাজন হন। শেষ পর্যন্ত সরকারের আদেশে বিষপান করাইয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

৩। প্রেসিডেন্ট গ্যারফিল্ড—রাজনৈতিক চক্রান্তে ইনি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন।

৪। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন—১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় আততায়ীর গুলীতে নিহত হন।

৫। রুশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার—১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন।

৬। রুশিয়ার নেতা এল. ট্রট্স্কি—১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন।

৭। মহাত্মা গান্ধী—১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নাথুরাম গড্সে নামক জনৈক হিন্দু যুবকের গুলীতে নিহত হন।

৮। লিয়াকৎ আলী খান—১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে এক মুসলমান যুবকের গুলীতে নিহত হন।

A.M. এবং P.M. শব্দের অর্থ কি?

রাত ১২টার পর হইতে সকাল ১২টা পর্যন্ত A.M. এবং বেলা ১২টার পর হইতে রাত ১২ টা পর্যন্ত P.M.

এক ঘণ্টা সময়কে ৬০ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে কখন এবং কেন?

যীশুখ্রীষ্ট জন্মিবার হাজার বছর আগে ব্যাবিলনিয়া এবং এসিরিয়ায় যে সুমেরীয় জাতি বাস করিত, তাহারাই প্রথমে সময়ের পরিমাপ আবিষ্কার করে। তখনকার দিনে এক হইতে ৬০ পর্যন্ত ছিল সংখ্যা পরিমাপের মাপকাঠি। সুতরাং তাহারা সময়ের মাপ করিবার জন্যও ঐ ভাবে ভাগ করিয়া এক ঘণ্টা সময় তৈরী করিয়াছিল। সেই সময় হইতেই ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টা এবং ৬০ সেকেণ্ড এক মিনিট সময়ের হিসাব চলিয়া আসিতেছে।

মুসলমানদিগের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায় ও সুন্নী সম্প্রদায় কি ?

যাঁহারা আলীকে মোহম্মদের পরবর্তী খলিফা বলিয়া গণ্য করেন, তাঁহাদিগকে "শিয়া" এবং যাঁহারা আলীর পরবর্তী তিনজন খলিফাকে মানেন, তাঁহাদিগকে 'সুন্নী' বলে।

কত টাকার বিল বা রসিদ দিতে রেভেনিউ টিকিট দিতে হয় না ?—২০৲ টাকার অনধিক হইলে।

চা পান কোথায় প্রথম আরম্ভ হয় ?—চীনদেশে।

ভারতের জাতীয় পতাকা কিরূপ ?

সমান্তরালভাবে সজ্জিত সমমাপের গাঢ় জাফরান (উপরে), সাদা (মধ্যে), সবুজ (নীচে)। এই তিনটি বর্ণের সমন্বয়ে ভারতীয় জাতীয় পতাকা তৈরী। সাদা অংশের কেন্দ্রস্থলে এক গাঢ় নীল রং-এর অশোকচক্র। পতাকার দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেড় গুণ।

ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতীকচিহ্ন কি ?—অশোক স্তম্ভের শীর্ষস্থিত ত্রিসিংহ মূর্তি।

কংগ্রেসের পতাকা কিরূপ ?

জাতীয় পতাকার অনুরূপ। কেবল চক্রের স্থানে চরকা।

পাকিস্তানের পতাকা কিরূপ ?

গাঢ় সবুজ রং-এর পতাকা। পতাকার একচতুর্থাংশ পিছনের দিকে (যেদিকে পতাকাটি বাঁধা থাকে) সাদা ; পতাকার মধ্যস্থলে একটি অর্ধচন্দ্র ও একটি পাঁচ কোণা নক্ষত্র খচিত।

নোবেল প্রাইজ কি ?

সুইডেনবাসী আলফ্রেড বার্নাড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে একটি

উইল করিয়া যান যে, তাঁহার সঞ্চিত অর্থ হইতে প্রতি বৎসর (১) বিজ্ঞান, (২) রসায়ন, (৩) চিকিৎসা, (৪) সাহিত্য, (৫) বিশ্বশান্তি—এই পাঁচটি বিষয়ে যাঁহারা জগৎকে নূতন জিনিস দিবেন, তাঁহাদিগকে পাঁচটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রত্যেকটি পুরস্কারের পরিমাণ ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। নোবেলের নাম অনুসারে ইহার নাম, নোবেল প্রাইজ করা হইয়াছে।

কোন্ কোন্ ভারতীয় নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন ?

সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিজ্ঞানে স্যার. সি. ভি. রমন।

দালাইলামা কাহাকে বলে ?

তিব্বতের প্রধান শাসনকর্তা ও ধর্মযাজকের নাম।

মিকাডো কাহাকে বলে ?—জাপানের রাজাকে।

হাজী কাহাকে বলে ?

যে সকল মুসলমান মক্কায় তীর্থ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

রেলে কত বয়স পর্যন্ত শিশুর ভাড়া লাগে না এবং কত বয়স পর্যন্ত অর্ধেক ভাড়া লাগে ?

তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর কোন রেল ভাড়া লাগেনা। ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত অর্ধেক ভাড়া লাগে।

লাইট হাউস কি ?

সমুদ্রের মধ্যে স্থানে স্থানে পাহাড় আছে। এই পাহাড় যাহাতে নাবিকেরা চিনিতে পারে, সেইজন্য পাহাড়ের উপর বাড়ী তৈয়ারী করা হয় এবং একটি উঁচু স্তম্ভ হইতে রাত্রিকালে আলো দেখানো হয়, ইহাকে বলে লাইট হাউস।

প্রথম মহাযুদ্ধ কোন্ সময়ে আরম্ভ ও কোন্ সময়ে শেষ

হইয়াছিল ?—যুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট এবং যুদ্ধ শেষ হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর।

প্রথম মহাযুদ্ধে কোন্ কোন্ দেশ কোন্ কোন্ পক্ষে যোগদান করে ?

জার্মানী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া একপক্ষে ; অপর পক্ষে গ্রেট বৃটেন, ও তাহার অধীন রাষ্ট্রসমূহ, ফ্রান্স, রুশিয়া, বেলজিয়াম, সার্ভিয়া, মণ্টেনিগ্রো, ইটালী, রুমানিয়া, পর্তুগাল, গ্রীস, জাপান ও আমেরিকা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কবে আরম্ভ হইয়াছিল এবং কোন্ দেশ কবে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল ?

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীকে পোল্যাণ্ড ত্যাগ করিতে বলে। জার্মানী অস্বীকার করিলে তাহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল জার্মানী নরওয়ে ও ডেনমার্ক আক্রমণ করে।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে জার্মানী হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম আক্রমণ করে। বৃটেন ও ফরাসী বেলজিয়াম প্রবেশ করে।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন ইটালী, বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন ফ্রান্স যুদ্ধ বন্ধ করে।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ চালাইবার ঘোষণা করেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার পার্ল হারবার নৌ-ঘাঁটি আক্রমণ করে। সেইজন্য আমেরিকা ও বৃটেন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর চীন জার্মানী ও ইটালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর ইটালী ও জার্মানী আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কবে শেষ হয় ?

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হয় এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর এশিয়ায় যুদ্ধ শেষ হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কোন্ কোন্ বৃহৎ দেশ কোন্ কোন্ পক্ষে যোগদান করে ?

(১) বৃটেন, এবং তাহার অধীনস্থ রাষ্ট্রসমূহ, (২) আমেরিকা, (৩) রাশিয়া, (৪) চীন, ও (৫) ফ্রান্স মিলিতভাবে মিত্রপক্ষ, এবং (১) জার্মানী, (২) ইটালী এবং (৩) জাপান মিলিতভাবে অক্ষ শক্তি গঠন করে।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ বাধিবার হেতু কি ?

জার্মানী পোল্যাণ্ডকে তাহার উত্তর সাগর তীরবর্তী ডানজিগ বন্দর ও বাল্‌টিক সাগরের বন্দরগুলিতে যাইবার পথ (করিডর) প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করে। পোল্যাণ্ড অস্বীকৃত হওয়ায় জার্মানী ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। এই আক্রমণের প্রতিবাদস্বরূপ বৃটিশ এবং ফরাসী সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে যৃদ্ধ ঘোষণা করে।

পঞ্চম অধ্যায়

মানবদেহের কথা

—মানুষের কথা—

[প্রথম অবস্থায় পৃথিবী ছিল একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড বিশেষ। ক্রমে শীতল হইয়া ইহার উপর ভাগে সর মত পড়িয়া শক্ত হইয়া যায়। তখন উহার উপর কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া গাছপালা, জীবজন্তুর বসবাসের উপযোগী জল, হাওয়া তৈয়ারী হইতে থাকে। শেওলা জাতীয় পদার্থই পৃথিবীর প্রথম প্রাণী। ক্রমে নানা জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হইতে থাকে। ক্রমে কেঁচো, কীটপতঙ্গাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বিশালকায় হস্তী প্রভৃতি জন্মলাভ করে। মানুষের জন্ম হয় সকলের শেষে।

আদিম মানুষের কোন ইতিহাস নাই। তবে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, খ্রীষ্টজন্মের অন্তত পাঁচলক্ষ বৎসর পূর্বেও পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। তবে তখনকার মানুষের আকৃতি বা চালচলন ছিল প্রায় বানরের মত। তাহাদের কোন বুদ্ধিই ছিল না। ক্রম বিবর্তনের ফলে আজিকার "মানুষ" হইয়াছে।

মানব-সভ্যতার বিকাশ কালকে (১) **প্রস্তরযুগ**, (২) **তাম্রযুগ**, ও (৩) **লৌহযুগ**—এই তিনটি যুগে ভাগ করা হইয়াছে।

প্রস্তরযুগ—এই সময়ে মানুষ গুহায় বাস করিত। পাথরের অস্ত্র দিয়া পশু শিকার এবং পশু মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। কাঁচা মাংস বা ফলমূল ছিল মানুষের একমাত্র খাদ্য। মানুষ তখন রান্না করিতে জানিত না।

তাম্রযুগ—প্রস্তরযুগের পর আসে তাম্রযুগ। এই যুগে মানুষ ক্রমশঃ পাথরের অস্ত্র ছাড়িয়া তাম্র ও পশুর শিং দিয়া অস্ত্র ও বাসনপত্র

নির্মাণ করিতে শিখিল। এই সময় হইতে মানুষ রান্না করিতে শিখে। আত্মরক্ষার জন্য মানুষ দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত এবং মৃতদেহ দাহ করিত। খ্রীষ্টের জন্মের ৫ হাজার বৎসর পূর্বে এশিয়ায় মিশরে এবং ইউরোপের কোন কোন অংশে এই যুগের সভ্যতার বিকাশ হয়।

লৌহযুগ—এই যুগকে সভ্যতার যুগ বলে। এই যুগে মানুষ লৌহের ব্যবহার এবং লৌহের নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী ও ব্যবহার করিতে শিখিল।

বর্তমান যুগকে ইস্পাত যুগ বলা যায়। ঘরবাড়ী, রেল, স্টীমার, কল-কব্জা, অস্ত্রশস্ত্র—যে কোন যন্ত্রপাতিতেই এখন ইস্পাতের দরকার হয়।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন—

মহেন-জো-দাড়ো—খ্রীষ্টজন্মের ৪০০০ বৎসর পূর্বে সিন্ধু উপত্যকায় এক বিশিষ্ট সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

হরপ্পা (পাঞ্জাব)—প্রাচীন তক্ষশীলা অঞ্চলে খ্রীষ্টজন্মের ৪০০০ বৎসর পূর্বের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

মানব-দেহের কথা

তোমরা কি প্রতিমা গড়তে দেখেছো? সর্বপ্রথমে কাঠের কাঠামো তৈরী করে তার ওপর খড়কুটো জড়িয়ে মাটি লেপে তার উপর রং ধরানো হয়। মানব দেহও অনেকটা সেইরূপ। প্রথমে কঠিনাংশ অর্থাৎ কঙ্কাল বা হাড়ের সমষ্টি, তাহার উপর কোমলাংশ, যেমন মাংসপেশী, শিরা; ধমনী প্রভৃতি, তাহার উপর চর্মের আস্তরণ।

মানুষের শরীরে কতগুলি অস্থি আছে?—২ শত ৬ খানি।

মানুষের শরীরে স্বাভাবিক উত্তাপ কত ?—৯৮'৪ ডিগ্রি।

রক্তের রং লাল কেন ?—রক্তে দুই রকমের কোষ আছে—লাল ও সাদা। সাদা অপেক্ষা লাল কোষগুলি সংখ্যায় বেশী। ইহার মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামে এক প্রকার জিনিস আছে, ইহার জন্যই রক্তের রং লাল দেখায়।

হৃদপিণ্ড শরীরের কোন্ দিকে থাকে ?—বুকের বাঁ দিকে পাজরার তলায়।

হৃদপিণ্ড মিনিটে কয়বার নড়ে ?—পূর্ণবয়স্কদের ৭২ হইতে ৮০ বার এবং অল্পবয়স্কদের ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী (প্রায় ১২০ বার)। ভয় বা উত্তেজনার কারণ ঘটিলে হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন খুব তাড়াতাড়ি হয়।

হৃদপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্ কি কি কাজ করে ?

হৃৎপিণ্ড রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রিত করে। ফুস্‌ফুস্ বাতাস হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ ক'রে তার সাহায্যে রক্ত বিশুদ্ধ করে।

নাক ডাকে কেন ?—শোয়ার দোষে অনেক সময় স্বর-নালীটি বে-কায়দায় থাকে। ইহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটিলে তখনই নাক ও মুখ দিয়া বিশ্রী রকম শব্দ বাহির হয়।

চোখ নাচে কেন ?—রক্ত চলাচলের অসুবিধা হইলে চোখের বাহিরে মাংসপেশী কাঁপিতে থাকে। মাংসপেশীর এই কাঁপুনী হইতে চোখের পাতাও কাঁপিতে থাকে। এই কাঁপুনীকেই আমরা 'চোখনাচা' বলি।

গলা ভাঙে কেন ?—মানুষের গলার স্বরতন্ত্রগুলি খুব দুর্বল। ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা চীৎকার বা হাঁকাহাঁকি করিলে তন্ত্রগুলি সাময়িক-ভাবে অসাড় হইয়া যায়। তখন গলা হইতে স্বর বাহির হয় না।

হাঁচি হয় কেন ?—নাকের স্নায়ুকেন্দ্রগুলি অতি সূক্ষ্ম। কোন জিনিস নাকের ভিতর দিয়া শরীরে ঢুকিবার চেষ্টা করিলেই স্নায়ুকেন্দ্রগুলি জোর বাধা দেয়। তখনই হাঁচি হয়।

চুল পাকে কেন ?—চুলের গোড়ায় একপ্রকার রঞ্জক পদার্থ থাকে ; সেই জিনিসটির অভাব ঘটিলেই চুল পাকিতে থাকে।

হাই ওঠে কেন ?—ঘুম পাইলে বা শরীরে ক্লান্তি বোধ হইলে হাই উঠে। তখন রক্তে অক্সিজেনের অভাব হয়। শুধু নাক দিয়া বায়ু টানিয়া সে অভাব মিটে না। তাই হাঁ করিয়া মুখের গর্ত দিয়া খানিকটা অক্সিজেন টানিয়া লইতে হয়।

চোখের পলক পড়ে কেন ?—চোখের উপর পাতলা ও কোমল পর্দা আছে। পর্দাটি শুকাইয়া গেলে চোখে ভাল দেখা যায় না, চোখের পাতা ফেলিলেই অশ্রুগ্রন্থি হইতে জল বাহির হইয়া পর্দাটি ভিজাইয়া দেয়, তাই ঘন ঘন চোখের পলক পড়ে।

বুক ধুক্ ধুক্ করে কেন ?—হৃৎপিণ্ডটি অবিরাম 'পাম্প' করিয়া দেহের সর্বস্থানে রক্ত সঞ্চালন করে বলিয়া বুকের ভিতর অনবরত ধুক্ ধুক্ শব্দ হইতে থাকে।

হাতে পায়ে ঝিন ঝিন ধরে কেন ?—দেহের ভিতরকার কতকগুলি স্নায়ুর মারফত মাথায় রক্ত চলাচল হয়। তাই মাথা দেহের সকল অংশের সংবাদ জানিতে পারে। হাত বা পা বেসামাল ভাবে পড়িলে সেখানকার স্নায়ুগুলি ঠিক মতো কাজ করিতে পারে না, তখনই সে জায়গাটি অসাড় হইয়া যায় এবং তখনই হাত-পা ঝিন্ ঝিন্ করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাণীজগতের কথা

বর্তমান জগতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাণী কোন্‌টি—তিমি।

সর্বাপেক্ষা কোন্ প্রাণী অধিক দিন বাঁচে?—তিমি। ইহারা ৫০০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিতে পারে।

কোন্ জীব ডাকিতে পারে না—জিরাফ।

কোন্ জীবের রক্ত ঠাণ্ডা—সরীসৃপ মাত্রেরই রক্ত ঠাণ্ডা।

শীতের সময় সাপরা কোথায় থাকে?—মাটির নীচে গর্তের ভিতর লুকিয়ে থাকে।

কোন্ সরীসৃপের দাঁত নাই?—কচ্ছপের।

সর্বাপেক্ষা বিষাক্ত সাপ কি?—গোখুরা।

কোন্ সাপ চলিবার সময় ঝুন্‌ঝুন করিয়া শব্দ হয়?—দক্ষিণ আমেরিকার র্যাটেল নামক বিষধর সাপ।

কোন্ জীব সর্বাপেক্ষা দ্রুত উড়িতে পারে?—মাছি। মাছি ঘণ্টায় ৫১০ হইতে ৬০০ মাইল বেগে যায়।

কোন্ জন্তু সর্বাপেক্ষা জোরে ছুটিতে পারে?—শিকারী চিতা।

কোন্ পাখী উড়িতে পারে না?—উটপাখী, কিউই, এমু, এবং রিয়া।

কোন্ পাখী মাটির উপর দিয়া দ্রুত যাইতে পারে?—উটপাখী। ইহারা ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে দৌড়াইতে পারে।

কোন্ পাখী সর্বাপেক্ষা উঁচুতে উঠিতে পারে?—ঈগল।

কোন্ পাখী অনেক্ষণ ধরিয়া উড়িতে পারে?—পায়রা।

বাদুড় কি পাখী ?—বাদুড় পাখীর মতো উড়িতে পারিলেও আসলে পাখী নয়। ইহারা ডিম পাড়ে না, শাবক প্রসব করে। ইহারা স্তন্যপায়ী জন্তু।

কোন্ পাখী মুখ দিয়া মলত্যাগ করে ?—বাদুড় এবং হাইড্রা নামক একপ্রকার জলজ প্রাণী।

পেঁচা রাত্রিতে বাহির হয় কেন ?—রাত্রিতে পেঁচার চোখের তারকা প্রসারিত হয় এবং অনেক দূরের খাদ্যদ্রব্য দেখিতে পায়।

মশা উড়িবার সময় শব্দ করে কেন ?—মশা যখন উড়ে তখন তার ডানা দ্রুত নাড়ার শব্দ হয়। উহাকেই আমরা মশার ডাক বলি।

কোন্ জাতীয় মশা কামড়ায় ?—স্ত্রী জাতীয় মশা ; পুরুষ মশার কামড়াইবার তীক্ষ্ণ শুঁড় নাই।

কোন পোকা দেখিতে পায় না ?—উঁইপোকা ও কেঁচো।

শামুকের চোখ কোথায় থাকে ?—শুঁড়ের ডগায়।

জোনাকী পোকা রাত্রে জ্বলে কেন ?—জোনাকীর গায়ে যে জিনিসটা আগুনের মতো জ্বলে আসলে তাহা আগুন নহে। উহাতে কোন তাপ নাই, জোনাকীর দেহে ফস্‌ফরাস জাতীয় দ্রব্যের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে ঐ আলো দেখা যায়।

বিড়াল জলকে ভয় করে কেন ?—বিড়ালের লোমে কোন তৈলাক্ত জিনিস নাই। জল লাগিলে উহাদের চামড়া অবধি ভিজিয়া যায়, তাহাতে বিড়াল খুব কাবু হইয়া পড়ে।

কোন্ চতুষ্পদ প্রাণীর দাঁত নাই ?—শ্লথ, ইহারা ব্রাজিলের বনে থাকে।

কোন জীবের উপরের মাড়ীতে দাঁত থাকে না ?—ভেড়া।

কোন পাখী নিজেরা বাসা তৈয়ার করিতে জানে না, অপরের বাসায় ডিম পাড়ে ?—কোকিল।

মাকড়সার কতগুলি চোখ ?—আটটি।

আট মাইল ব্যাপি মাকড়সার জালের ওজন কত ?—মাত্র এক রতি।

ফড়িংএর কান কোথায় থাকে ?—সামনের পায়ের হাঁটুর ছিদ্রে।

কোন মাছ ডিম পাড়ে না ?—হাঙ্গর জাতীয় মাছ।

মাছেরা ঘুমায় কি ভাবে ?—চোখ না বুজিয়া। ইহাদের চোখে পাতা নাই।

মাছ জল হইতে তুলিলে বাঁচে না কেন ?

মাছ ঝিল্লির সাহায্যে জল হইতে অক্সিজেন লয়। মাছ ডাঙ্গায় উঠিলে ঝিল্লিগুলি অকেজো হইয়া পড়ে। তখন অক্সিজেনের অভাবে মাছ মরিয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায়

আকাশের কথা

আকাশ কি ?—আকাশ পৃথিবীর বাহিরের বিরাট শূন্যতা।

আকাশ নীল দেখায় কেন ?—পৃথিবীর প্রায় ৪০ মাইল উপরে নাইট্রোজেন গ্যাসের অণুগুলি জমিয়া একটি চাঁদোয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। সূর্যের আলো ঐ চাঁদোয়ায় পৌঁছাইলে নাইট্রোজেন অণুগুলি ত্রিশিরা কাঁচের মত সূর্যরশ্মিকে ভাঙ্গিয়া ফেলে। সূর্যের

সাতটি রং। বহুদূর হইতে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পড়ে বলিয়া অন্য রংগুলি দেখা যায় না, কেবল নীল রংটি ফুটিয়া উঠে।

আকাশ ফাঁকা দেখায় কেন ?—আকাশ শূন্যময় বা ফাঁকা নয় ; আকাশ জুড়িয়া আছে বাতাস, নানা প্রকার গ্যাসকণা।

আকাশে কি কি বস্তু দেখা যায় ?—দিনে সূর্য ; রাত্রে চন্দ্র এবং অসংখ্য নক্ষত্র।

সূর্য কি ?—সূর্য একটি নক্ষত্র মাত্র। অন্যান্য নক্ষত্র অপেক্ষা ইহা পৃথিবীর নিকটতম বলিয়া অত বড় দেখায়। ইহা একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড।

সূর্য পূর্ব দিকে উঠে কেন ?—পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর অহরহ পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ঘুরিতেছে বলিয়া।

পৃথিবীর সকল দেশে একই সময় সূর্যোদয় হয় না কেন ?—সূর্য নিজ স্থানে স্থির আছে। পৃথিবীই নিজ অক্ষের উপর আবর্তন করিতে করিতে সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। নিজ অক্ষের উপরে আবর্তনের ফলে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সূর্যের সম্মুখীন হয়। তাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সূর্যোদয় হয়।

দিনের বেলা আকাশে শুধু সূর্য দেখা যায় কেন ?—সূর্যের প্রখর আলোয় গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রের আলো ডুবিয়া যায়। তাই আকাশে কেবল সূর্যকেই দেখা যায়।

দিবারাত্রি হয় কেন?—সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। পাক খাইতে খাইতে পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের সম্মুখে আসে, সেখানে দিন হয়, গোলকের উল্টা অংশে তখন সূর্যের আলোক পড়ে না বলিয়া অন্ধকার বা রাত্রি থাকে।

পৃথিবী কি—পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে অলবরত ঘুরিতেছে।

গ্রহ ও উপগ্রহ কি ?—পৃথিবীর ন্যায় যে জ্যোতিষ্কগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেগুলিকে গ্রহ বলে এবং যেগুলি গ্রহগুলিকে প্রদক্ষিণ করে, সেগুলিকে উপগ্রহ বলে।

সূর্যের কয়টি গ্রহ ?—নয়টি। যথা—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, জুপিটার (বৃহস্পতি), শনি, ইউরেনাস (প্রজাপতি), নেপচুন (বরুণ), প্লুটো (যম)।

সর্বাপেক্ষা বড় গ্রহ কোন্‌টি ?—জুপিটার(বৃহস্পতি)। ইহার ব্যাস ৮৭,০০০ মাইল।

পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে কত জোরে ঘুরিতেছে —? সেকেণ্ড ১৮ মাইল বেগে।

ঃ বীর সর্বাপেক্ষা নিকটতম গ্রহ কোন্‌টি ?—মঙ্গল গ্রহ।

মঙ্গলগ্রহে জীবের বাস আছে কি ?—পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, মঙ্গল গ্রহে জীবের সন্ধান আছে। মাঝে মাঝে এই গ্রহ পৃথিবীর খুব নিকটে আসে। তখন দূরবীণের সাহায্যে উহার গায়ের যে অস্পষ্ট ছবি দেখা যায়, তাহা দ্বারা এইরূপ অনুমান হয়।

পৃথিবীর উপগ্রহ কয়টি ?—একটি ; চন্দ্র।

কোন্ গ্রহের উপগ্রহ বেশী ?—শনিগ্রহের ; ১০টি উপগ্রহ।

অষ্টম অধ্যায়

বিশ্বযুদ্ধ ও বিজ্ঞান

গেরিলা যুদ্ধ কি ?—সৈন্যদল ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া থাকে এবং অতর্কিতে শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয় ; যুদ্ধের এই পদ্ধতিকে গেরিলা-যুদ্ধ বলে।

বোমারু বিমান কি ?—যে বিমান বোমা বহন করিয়া শত্রু পক্ষের নগর বা ঘাঁটিতে বোমার দ্বারা আক্রমণ চালায় তাহাকে বোমারু বিমান বলে ?

বোমা কি ?—ইহা একপ্রকার বিস্ফোরক। ইহার সাহায্যে ঘর-বাড়ী ধ্বংস করা হয়।

এ্যাটম বোমা কাহাকে বলে ?—বাংলায় ইহাকে আণবিক বোমা বলে। ইহার শক্তি প্রচণ্ড। এই বোমা বিদীর্ণের ফলে অতি অল্প সময়ে শহর বা জনপদ ধ্বংস হইয়া যায়।

টিয়ার গ্যাস কি ?—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত একপ্রকার গ্যাস। এই গ্যাস নাকে ঢুকিলে উহার ঝাঁজে চোখে জল আসে, চোখ জ্বালা করে এবং চোখ ঝাপ্‌সা হইয়া যায়।

ট্যাঙ্ক কাহাকে বলে ?—পুরু ইস্পাত দিয়া তৈয়ারী মোটর বিশেষ। ইহা যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ কামান বা বন্দুকের গুলী ইহা ভেদ করিতে পারে না। ট্যাঙ্কের চাকা খাঁজ কাটা চেন দ্বারা সংলগ্ন থাকে। খানা, ডোবা, উঁচু-নীচু জমির উপর দিয়া

ইহা যাইতে পারে। ইহার ভিতর হইতে শত্রুসৈন্যের উপর গুলি চালানর ব্যবস্থা থাকে।

প্যারাসুট কি ?—ইহা আকারে অনেকটা ছাতার মতো। ইহা গুটান অবস্থায় বৈমানিকের পিঠে বাঁধা থাকে এবং একটি বোতাম টিপিলেই ইহা খুলিয়া যায়। বিমান দুর্ঘটনা ঘটিলে বৈমানিকগণ শূন্যে ঝাপাইয়া পড়িয়া ইহার বোতামটি টিপিয়া দেয় এবং ইহা বাতাসের চাপে খুলিয়া যায়। তখন প্যারাসুটে ভর করিয়া বৈমানিক ধীরে ধীরে মাটিতে নামিতে থাকে।

'ব্ল্যাক আউট' কি ?—শত্রুর বিমান আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই ব্যবস্থা। শূন্য হইতে মাটির দিকে যাহাতে শত্রুপক্ষ লক্ষ্যস্থল ঠিক করিতে না পারে তজ্জন্য রাত্রে শহরের সকল আলো নিভাইয়া বা ঢাকিয়া রাখা হয়। এই ব্যবস্থাকে ব্ল্যাক আউট বলে।

মাইন কাহাকে বলে ?—ইহা একপ্রকার বিস্ফোরক। শত্রুর জাহাজ ধ্বংস করিবার জন্য ইহা জলে ভাসাইয়া রাখা হয়।

চুম্বক মাইন কি ?—এই 'মাইন' বয়ার ন্যায় জলের সামান্য নীচে ভাসিয়া থাকে। জাহাজের লৌহের আকর্ষণে মাইনের সহিত জাহাজের সংঘর্ষ ঘটে। ফলে চুম্বক মাইন ফাটিয়া যায় এবং ভয়ানক বিস্ফোরণে জাহাজ ধ্বংস হয়।

টর্পেডো কি ?—ইহা আকারে তাঁতের মাকু বা সিগারের ন্যায়। সাধারণতঃ টর্পেডো লম্বায় ২২ হইতে ২৫ ফিট হয়। ইহাও শত্রুর জাহাজকে ঘায়েল করিবার একপ্রকার মারণাস্ত্র।

'ব্যাটেল শীপ' কাহাকে বলে ?—বড় বড় কামান দ্বারা সজ্জিত

যুদ্ধ জাহাজ। জলযুদ্ধে এবং যুদ্ধের সময় অসামরিক জাহাজ পাহারা দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

ক্রুজার কি?—এক প্রকার যুদ্ধ জাহাজ। ইহাতে বিমান-ধ্বংসী কামান থাকে।

সাবমেরিণ কি?—বাংলায় সাবমেরিণকে ডুবো জাহাজ বলে? ইহা জলের তলায় ডুবিয়া থাকিয়া চলাফেরা করে এবং যুদ্ধে শত্রু জাহাজের দিকে টর্পেডো ছোঁড়ে।

ফ্রণ্ট কাহাকে বলে?—যে স্থান ব্যাপিয়া যুদ্ধ হয়, সেই স্থানকে 'ফ্রণ্ট' বলে।

পরিখা কি?—যুদ্ধক্ষেত্রে দীর্ঘ ও গভীর খাদ কাটা হয়। খাদের মধ্যে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রাদি থাকে। এই খাদকে পরিখা বলে। পরিখায় থাকিয়া শত্রুর আক্রমণ রোধ করা যায়।

নবম অধ্যায়

কোন্ জিনিস হইতে কি তৈরী হয়?

কাগজ—পূর্বে একপ্রকার ঘাস ও তূলার মণ্ড হইতে কাগজ তৈয়ারী হইত। এখন নরম কাঠ, বাঁশ, সাবয় ঘাস ও ছেড়া কাপড়ের টুকরা প্রভৃতি দ্বারা কাগজ তৈয়ারী হয়।

লেড পেন্সিল—লেড অর্থ সীসা হইলেও লেড পেন্সিলে সীসার নাম-গন্ধ নাই। গ্রাফাইট্ নামে একপ্রকার কার্বন জাতীয় জিনিস হইতে ইহা তৈয়ারী হয়।

লেখার কালি—প্রধানতঃ মাজু ফলের রস ও হীরা কস মিশাইয়া লেখার কালি তৈয়ারী হয়।

ছাপার কালি—ভূষা কালির সঙ্গে গ্লিসারিন বা নানাপ্রকার এনামেল মিশাইয়া ছাপার কালি তৈয়ারী হয়।

শ্লেট—চাপ ও তাপের সাহায্যে একপ্রকার কাদা হইতে শ্লেট তৈয়ারী হয়।

সাবান—নানাপ্রকার তৈল, চর্বি এবং ক্ষার বা সোডা মিশাইয়া সাবান তৈয়ারী হয়।

কাঁসা—কাঁসা কোন আলাদা ধাতু নয়। তামা ও টীন পরিমাণ মতো মিশাইয়া কাঁসা তৈয়ারী হয়।

জার্মান-সিলভার—ইহা জার্মানীর রূপা নহে। তামা, নিকেল ও দস্তা পরিমাণ মতো মিশাইয়া জার্মান-সিলভার তৈয়ারী হয়।

পিতল—তামা ও দস্তা মিশাইয়া পিতল তৈরী হয়।

কাঁচ—সিলিকা (এক প্রকার বালি), সোডা, পটাস প্রভৃতি একত্রে গালাইয়া কাঁচ তৈয়ারী হয়।

চীনা-মাটি—চীনা মাটি আসলে চীনদেশের মাটি নয়। ইহা একপ্রকার খনিজ দ্রব্য। ইহাতে বালি, কাঁকড় মিশ্রিত থাকে। চায়ের পেয়ালা, কাপ প্রভৃতি তৈরীর কাজে চীনা মাটি প্রচুর লাগে।

সিমেণ্ট—সিমেণ্টকে অনেকে বিলাতী মাটি বলে। সিমেণ্ট কিন্তু বিলাতের মাটি নয়। চূনা পাথর ও জিপসাম মিশাইয়া সিমেণ্ট তৈয়ারী হয়।

ইস্পাত—লোহার সহিত কার্বন মিশাইয়া অথবা তুই-তিন প্রকার অন্য ধাতু মিশাইয়া ইস্পাত তৈয়ারী হয়।

গিনিসোনা—পাকা সোনাই খাঁটি সোনা। ইহাতে কোন ভেজাল থাকে না, কিন্তু গিনি-সোনায় ২৪ ভাগে ২ ভাগ তামা বা

রূপা ভেজাল বা খাদ থাকে। সেইজন্য গিনি-সোনাকে ২২ ক্যারেট গোল্ড বলে। পাকা সোনা ২৪ ক্যারেট গোল্ড।

এ্যালুমিনিয়ম—এ্যালুমিনিয়ম একটি ধাতু। এই ধাতু বক্সাইট নামক খনিজ পদার্থের সহিত প্রচুর পরিমাণে মিশিয়া থাকে। নানাপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বক্সাইট হইতে এলুমিনিয়ম পৃথক করা হয়।

দিয়াশলাইয়ের বারুদ—গন্ধক, সাল্‌ফাইড, অ্যান্টিমনি, রেডলেড ও ফস্‌ফরাস হইতে দিয়াশলাইয়ের বারুদ তৈয়ারী হয়।

বারুদ—সোরা, গন্ধক ও কাঠকয়লা দিয়া বারুদ তৈয়ারী হয়।

তারপিন তৈল—দেবদারু গাছের রস হইতে প্রস্তুত হয়।

কর্পূর—একপ্রকার গাছ হইতে হয়। এই গাছ জাপান, ফরমোসা প্রভৃতি দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

দারুচিনি—একপ্রকার গাছের ছাল।

লবঙ্গ—একপ্রকার ফুলের কুঁড়ি।

ধুনা—একপ্রকার গাছের আঠা হইতে তৈয়ারী হয়।

কুইনাইন—সিঙ্কোনা নামক গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়।

রবার—একপ্রকার গাছের আঠা হইতে হয়। এই গাছকে রবার গাছ বলে। রবার গাছ সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয় ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচুর জন্মে।

মোম—মৌচাক হইতে মোম পাওয়া যায়। মোম মৌমাছির দেহ হইতে বাহির হয়। তিমি মাছের চর্বি, গাছের আঠা ও নানারকমের তেল হইতেও মোম তৈয়ারী হয়।

[কেরোসিন ও পেট্রোল তৈয়ারী হইবার পর তেলের যে অংশ বা গাঁদ পড়িয়া

থাকে, তাহা হইতেও মোম তৈয়ারী হয়। ইহাকে ইংরাজীতে 'প্যারাফিন' বলে। এই প্যারাফিন হইতেই বাজারের মোমবাতি তৈয়ারী হয়।]

পাথুরে কয়লা—হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীতে যে সকল গাছ-পালা ছিল, বিবর্তনের ফলে তাহা মাটি চাপা পড়িয়া যায়। কালক্রমে উহা কয়লায় পরিণত হয়। মাটি খুঁড়িয়া এই কয়লা তুলিতে হয়।

হীরক—এই উজ্জ্বল বহুমূল্য দ্রব্যটি কয়লার মধ্য হইতে পাওয়া যায়।

মাটি ও বালি—জলের স্রোতে পাথর ক্ষয় হইয়া বা গুঁড়া হইয়া বালি বা মাটি হয়।

গ্রহ, উপগ্রহাদির কথা

কোন্ কোন্ গ্রহের উপগ্রহ নাই ?—বুধ ও শুক্রের।

চন্দ্রলোকে প্রাণী আছে কি ?—চন্দ্রলোকে বায়ু কিংবা জল নাই বলিয়া তথায় প্রাণী থাকিতে পারে না।

চাঁদে কালো দাগ দেখা যায় কেন ?—চাঁদে অনেক পাহাড়-পর্বত, গহ্বর প্রভৃতি আছে। সূর্যের আলোকে সকল স্থান সমান আলোকিত হয় না বলিয়া স্থানে স্থানে অন্ধকার দেখায়। ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাগুলি চাঁদের কালো দাগ বা চাঁদের কলঙ্ক।

দিনের বেলা নক্ষত্র বা তারা কোথায় থাকে ?—নক্ষত্র বা তারা আকাশেই থাকে কিন্তু সূর্যের প্রখর আলোকে এগুলি দিনের বেলা দেখা যায় না।

নক্ষত্রের আলো চিক্‌মিক করিয়া কাঁপে কেন ?—নক্ষত্রের নিজস্ব আলো আছে। এই আলো পৃথিবীতে আসার পথে নানাবিধ বায়বীয় পদার্থে বাধা পায়। সেই কারণে মনে হয় নক্ষত্রের আলো কাঁপে।

সব নক্ষত্রই কি কাঁপে ?—সন্ধ্যাতারা ও শুকতারা পৃথিবীর খুব নিকটতম বলিয়া উহাদের আলো কাঁপে না।

সন্ধ্যাতারা ও শুকতারা কি ?—উহারা শুক্রগ্রহ। সূর্যোদয়ের পূর্বে পূব আকাশে শুকতারা দেখা যায়। সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশের সন্ধ্যাতারা দেখা যায়।

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ কি করিয়া হয় ?—যদি কোন অন্ধকার ঘরে একটি প্রদীপের সম্মুখে তুমি একটি কাঠের বল রাখ, তাহা হইলে দেখিবে যে, বলটির সামনের অর্ধেকে প্রদীপের আলো পড়িয়াছে ও পিছনের অর্ধেক অন্ধকারে রহিয়াছে। সেই অন্ধকার অর্থাৎ বড় বলের পিছনে যদি একটি ছোট বল ধর, তাহা হইলে বলটিতে আলো পড়িবে না, অন্ধকার দেখাইবে।

সূর্যকে ঘরের প্রদীপের সহিত, পৃথিবীকে বড় বলের সহিত এবং চন্দ্রকে ছোট বলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। পৃথিবীর যে অর্ধেক সূর্যের দিকে থাকে, সেই অর্ধেকে আলো পড়ে, অপর অর্ধেক বড় বলের মত অন্ধকারে থাকে। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে এবং চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। এই রকম ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র যখন পৃথিবীর এই ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করে অর্থাৎ যখন পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে একই রেখায় আসে তখনই চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্রগ্রহণ শুধু পূর্ণিমার দিনেই হইয়া থাকে।

সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে যখন চন্দ্র একই রেখায় আসিয়া পড়ে তখন চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়াতে সূর্যগ্রহণ হয়। সূর্যগ্রহণ শুধু অমাবস্যার দিনেই হয়।

ধূমকেতু কি?—ধূমকেতু একপ্রকার গ্রহ। গ্রহ যেমন নিজের কক্ষের উপর সূর্যের চারিদিকে ঘুরে, ধূমকেতুর তেমন কোন নির্দিষ্ট পথ নাই। সময় সময় ইহাদিগকে দেখা যায়। ধূমকেতু জিনিসটা যে কি তাহা পণ্ডিতেরা এখনও স্থিরভাবে কিছু জানিতে পারেন নাই।

রাহু ও কেতু কি?—চন্দ্র ও পৃথিবীর ছায়াকে রাহু এবং ধূমকেতুকে কেতু বলে।

উল্কা কি?—রাত্রিকালে পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিলে দেখা যায়, সময় সময় হাউই বাজীর মত এক একটা অগ্নি-পিণ্ড পৃথিবীর দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া আসে, এবং পরে অদৃশ্য হইয়া যায়। কোন কোন সময় উহারা নীচেও নামিয়া আসে; উহার নাম উল্কা। উহাকে সাধারণ লোকে বলে "তারা-খসা"। জ্যোতির্বিদরা বলেন, জিনিসটা আসলে নক্ষত্র নয়, আলোকহীন কঠিন ধাতুপিণ্ড-মাত্র। পরস্পরের সহিত সংঘর্ষের ফলে এবং আরও নানা-কারণে ধূমকেতু ও গ্রহগণের অসংখ্য অংশ এখানে-ওখানে ছড়াইয়া আছে। এই অংশগুলি চারিদিকে ঘুরিতেছে; ঘুরিতে ঘুরিতে যদি কোনটি আমাদের পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের এলাকায় আসিয়া পড়ে, তখন পৃথিবী তাহাকে নিজের কেন্দ্রের দিকে প্রবলবেগে টানিয়া লয়। সেই টানে পিণ্ডটি পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসে; তখন বাতাস ও তাহার মধ্যস্থিত ধূলিকণার সংঘর্ষে পিণ্ডটি জ্বলিয়া উঠে ও পৃথিবীতে

পৌঁছিবার আগে পুড়িয়া ছাই হইয়া আকাশে মিলাইয়া যায়। তবে কোন কোনটি পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। পৃথিবীর ও উহাদের উপাদান একই জাতীয়। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর এই উল্কার লৌহ দিয়া একখানি তলোয়ার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

তারা-খসা কাহাকে বলে?—এক স্থান হইতে আর এক স্থানে উল্কার যে চ্যুতি হয়, তাহাই তারা-খসা।

ছায়াপথ কি?—সময় সময় পরিষ্কার রাত্রে আকাশে উত্তর-দক্ষিণে অস্পষ্ট নক্ষত্রসমূহ শাদা পথের মত দেখায়, তাহাই ছায়াপথ। ইহা বর্ষা ও শরৎকালে বেশ সুন্দর দেখায়। বড় দূরবীণ দিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে ছোট ছোট তারার সমষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়।

নীহারিকা কি?—চন্দ্রহীন রাত্রে পরিষ্কার আকাশে স্থানে স্থানে পাত্‌লা মেঘখণ্ডের মত একটা জিনিস দেখা যায়, তাহাই নীহারিকা। শুধু চোখে উহা দেখা যায় না। দূরবীণের সাহায্যে দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে বহু নক্ষত্র আছে। নীহারিকার আকার কোনটি গোল, কোনটি চেপ্টা। এক একটি নীহারিকা ১০০ কোটি সূর্যের সমান।

জোয়ার-ভাঁটা হয় কেন? কোন্ তিথিতে জোয়ার সবচেয়ে বেশী হয়?—চন্দ্র ও সূর্যের টানে জোয়ার-ভাঁটা হয়। অমাবস্যায় সূর্য এবং চন্দ্র পৃথিবীর একদিকে থাকার জন্য তাহাদের মিলিত টানে জোয়ার খুব বেশী হয়।

পাক্-ভারত পাশপোর্ট ও ভিসার নিয়মাবলী

১। **পাশপোর্ট বলিতে কি বুঝায় ?**—পাশপোর্ট মানে ছাড়পত্র অর্থাৎ এক দেশের লোক কেহ যদি অন্য দেশে যেতে চান তবে তাহাকে নিজের সরকারের নিকট হতে যে অনুমতিপত্র নিতে হয় তাহাকেই বলে পাশপোর্ট।

২। **ভিসা কাহাকে বলে ?**— নিজের দেশ থেকে অন্য কোন দেশে যেতে ইচ্ছুক লোককে বিদেশী সরকারের কাছ থেকে সেই দেশে ঢুকবার ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য থাকবার অনুমতিপত্র নিতে হয়। এই অনুমতিপত্রই ভিসা।

[**দৃষ্টান্ত**—মনে কর, তুমি একজন ভারতীয় নাগরিক হ'য়ে পাকিস্তান যেতে চাও। তাহ'লে তোমাকে কি ক'রতে হবে ?—দুই দেশেরই সরকারের কাছ হতে অনুমতিপত্র জোগাড় ক'রতে হবে। তোমার সরকারের কাছ থেকে যেটা পাবে সেটা হ'ল পাশপোর্ট ও পাকিস্তান সরকার থেকে যেটা পাবে সেটা হ'চ্ছে ভিসা। আবার একজন পাকিস্তানী যদি ভারতে আসতে চায় তবে তাকেও তা'র সরকারের কাছ থেকে পাশপোর্ট ভিসা নিতে হবে।]

৩। **পাশপোর্ট ও ভিসা ছাড়া একদেশের লোক অপর দেশে কোন উপায়ে যেতে পারে কি ?**

না। পাশপোর্ট ও ভিসা ছাড়া এক রাষ্ট্রের সীমানা পার হ'য়ে অন্য রাষ্ট্রে কোনমতেই যাওয়া যায় না। কারণ দুই রাষ্ট্রেরই বিভিন্ন সীমানা এলাকায় পাশপোর্ট ও ভিসা পরীক্ষা ক'রে দেখবার ঘাঁটি আছে। কেহ যদি পাশপোর্ট না নিয়ে ভারতীয় সীমানা পার হ'য়ে পাকিস্তানে যাবার চেষ্টা করে তবে তা'কে নিজ দেশের সীমানায় যে

পাশপোর্ট পরীক্ষা ঘাঁটি র'য়েছে সেখানে ধরা পড়তে হবে। পাশপোর্ট ছাড়া কিছুতেই সীমানা পার হ'তে পারা যায় না। আবার কেহ যদি শুধু পাশপোর্ট নিয়েই ভারত থেকে পাকিস্তানে যেতে চেষ্টা করে, তবে ভারতীয় সীমানা থেকে পাশপোর্ট পরীক্ষা ক'রে ছেড়ে দিলেও পাকিস্তান সীমানায় যে পরীক্ষা ঘাঁটি আছে সেখানে গিয়ে তাকে আটকে যেতে হবে। ভিসা ছাড়া কিছুতেই সীমানা ঘাঁটি পার হয়ে পাকিস্তানে ঢুকবার সুযোগ হবে না। সুতরাং একদেশ থেকে অপর দেশে যেতে হ'লে পাশপোর্ট ও ভিসা দুই-ই দরকার।

৪। পাশপোর্ট ও ভিসার প্রথা চালু হয় কবে?

১৯৫২ সালের ১৬ই অক্টোবর হতে।

৫। পাশপোর্ট নিতে হলে কি কি নিয়ম পালন করতে হয়?

ভারত বা পাকিস্তানের পাশপোর্ট পেতে হ'লে প্রথমে নিজ দেশের সরকারের কাছ থেকে ছাপান ফর্ম একখানা তিন আনা দিয়ে কিনতে হয়। এই ফর্ম প্রত্যেক পাশপোর্ট অফিস, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস ও মহকুমা অফিসে পাওয়া যায়। ঐ ফর্মটিতে যে সব প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর ঠিক মত লিখে, সহি করার নির্দিষ্ট জায়গায় দরখস্তকারীর সহি করতে হয়। তারপর কোন এম, এল, এ, গেজেটেড অফিসার অথবা কোন গণ্যমান্য লোক দিয়ে দরখস্তকারী আবেদনপত্রে প্রশ্নগুলির যে উত্তর লিখেছেন, সেগুলি সব সত্য কিনা এবং তিনি যে পাশপোর্ট পাবার পক্ষে সবদিক দিয়ে যোগ্য তার দায়িত্ব নেবার জন্যে নাম সহি করিয়ে নিতে হয়। এই দরখস্তের সঙ্গে আবার তিন কপি পাশপোর্ট সাইজ (পৌণে তিন ইঞ্চি লম্বা ও

দুই ইঞ্চি চওড়া) ফটো চাই। ঐ তিন কপি ফটোর মধ্যে এক কপির অপর পৃষ্ঠায় আবার ঐ ফটো যে দরখস্তকারীর নিজের ফটো তাহা প্রমাণের জন্য এম, এল, এ, গেজেটেড অফিসার অথবা গণ্যমান্য কোন লোকের সহি করিয়ে নিতে হয়। তারপর ঐ দরখস্ত, তিন কপি ফটো ও নগদ তিন টাকা অথবা ফি বাবদ ট্রেজারী চালান পাশপোর্ট অফিসে জমা দিয়ে রসিদ নিতে হয়। ঐ রসিদে যেদিন পাশপোর্ট ডেলিভারী দেবার দিন থাকে সেইদিন গিয়ে পাশপোর্ট ডেলিভারী নিতে হয়।

প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষের জন্য আলাদা পাশপোর্ট নিতে হয়। পনর বছরের কম বয়সের ছেলে মেয়েরা বিনা পাশপোর্টেই তাদের মা বাবার সংগে যাতায়াত করতে পারে। তবে মা অথবা বাবা যে কোন একজনের পাশপোর্টে তাদের নাম ও বয়সের উল্লেখ থাকা চাই। কোন বালক বা বালিকার যদি পৃথক্‌ভাবে যাতায়াত করবার দরকার হয় তবে তাহাকে আলাদা পাশপোর্ট করতে হয়।

৬। **পাশপোর্টের মেয়াদ কতদিন পর্যন্ত থাকে ?**

পাশপোর্টের মেয়াদ পাঁচ বছর পর্যন্ত ; তবে পাকিস্তানের পাশপোর্টের বেলায় দু'টাকা ও ভারতীয় পাশপোর্টের বেলায় এক টাকা অতিরিক্ত ফি হিসাবে জমা দিয়ে পাশপোর্টের মেয়াদ আরও দু'বছর বাড়িয়ে নেওয়া চলে।

৭। **ভিসা পাওয়ার নিয়ম কি কি ?**

পাশপোর্ট পাওয়ার পরে ভিসার জন্য দরখস্ত করতে হয়। উভয় দেশের সরকারের নিকট ভিসার জন্য দরখস্তের ছাপান ফর্ম পাওয়া যায়। ভারতীয় ভিসা ফর্ম পাকিস্তানে যে ভারতীয়

হাই কমিশনার অফিস আছে সেখান থেকে এবং ভারতে যে পাকিস্তানী হাই কমিশনার অফিস আছে সেখান থেকে পাকিস্তানী ভিসা ফর্ম পাওয়া যায়। এ ছাড়া জনসাধারণের সুবিধার জন্য উভয় সরকারই তাঁদের নিজেদের ভিসা ফর্ম অপর দেশের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস ও সাবডিভিসন অফিসগুলিতে বিক্রয়ের জন্য জমা রাখেন। এক একখানা ফর্মের দাম দুই আনা। সীমানা এলাকার দশ মাইলের মধ্যে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের ও ছোটখাট ব্যবসায়ী, চাষী মজুর প্রভৃতির বেলায় ভিসা ফর্ম দুই কপি ও অন্য সকলের বেলায় তিন কপি দরকার হয়। ভিসা ফর্মগুলি ঠিকমত পূরণ করে, তিন কপি ফটো ভিসার দরখাস্তের সংগে দিতে হয়। তারপর পাশপোর্টের সংগে ঐ ফটো ও দরখাস্ত এক টাকা ফি সহ ভারতীয় ভিসার জন্য পাকিস্তানে যে ভারতীয় হাই কমিশনার অফিস আছে সেখানে এবং পাকিস্তানী ভিসার জন্য ভারতে যে পাকিস্তানী হাই কমিশনার অফিস আছে সেখানে জমা দিয়ে রসিদ নিতে হয় এবং রসিদে ভিসা পাওয়ার যে তারিখ দেওয়া থাকে ঐ ধার্য দিন অফিসে গিয়ে ভিসা নিতে হয়।

৮। হাই কমিশনার অফিস কাহাকে বলে ?

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রেই উভয়ের প্রতিনিধি অফিস আছে। ভারতে যে পাকিস্তানের প্রতিনিধি অফিস আছে সেই অফিসে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে পাক-ভারত সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম হয় এবং পাকিস্তানে যে ভারতীয় প্রতিনিধি অফিস আছে সেখানেও ভারত সরকারের পক্ষে পাক-ভারত সম্বন্ধীয় সমস্ত

কাজকর্ম হয়। এই অফিসের যিনি সর্বময় কর্তা তিনিই হলেন হাই কমিশনার এবং এই অফিসকে বলে হাই কমিশনার অফিস।

৯। **ভিসা কয় রকম ও কি কি ?**

ট্রানজিট্ ভিসা নিয়ে মোট সাত রকমের ভিসা আছে। নীচে সবগুলির বিবরণ দেওয়া গেল।

১। **'এ' ক্লাস ভিসা**—যাঁহারা দুই দেশের সীমানার ১০ মাইলের মধ্যে থাকেন এবং রুজি রোজগারের জন্য অপর দেশে স্বাভাবিকভাবে নিয়মিত কাজ কারবার করেন তাঁদের জন্য এই ভিসা দেওয়া হয়।

(ক) যাঁদের নিজস্ব ক্ষেত খামারের কাজ করা ও দেখাশুনার জন্য প্রায়ই নিজের দেশ থেকে অপর দেশে যাতায়াত করতে হয়, এই জাতীয় চাষী বা কর্মী।

(খ) ছোট খাট দোকানদার, দিনমজুর অর্থাৎ ছুতোর মিস্ত্রী, কামার কুমার প্রভৃতি।

(গ) যে সব লোকের উভয় দেশের সীমানার দশ মাইলের মধ্যে যে সব হাট বাজার আছে সেই হাট বাজারে চাষবাসের জিনিস-পত্র কেনা বেচার আয়ের উপর নির্ভর করতে হয় তাহাদের।

২। **'বি' ক্লাস ভিসা**—অন্য রাষ্ট্রে যাহাদের স্থাবর সম্পত্তি আছে এবং সেই সম্পত্তির থেকে যাঁদের আয় হয়, বা যাঁহাদের কেবল আত্মীয়-স্বজন অপর দেশে থাকেন, কিম্বা যদি কোন এক রাষ্ট্রের পেন্‌শনভোগী লোক অপর রাষ্ট্রে থাকেন তবে তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে পেন্‌শনের টাকা নিয়ে আসতে হয়। কেবলমাত্র এদের জন্যই এই ভিসা দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর ভিসায় বছরে মোট আটবার

যাওয়া আসা করতে পারা যায় এবং প্রতিবার মাত্র দু' মাস সেখানে থাকতে পারা যায়।

৩। **'সি' ক্লাস ভিসা**—যাঁরা 'এ বা বি ক্লাস ভিসা' পাওয়ার যোগ্য নন, তাঁহারা কেহ অপর দেশে যেতে চাইলে এই 'সি' ক্লাস ভিসা পেতে পারেন। এই ভিসায় মাত্র একবার যাতায়াত করা যায়। এই ভিসা নিয়ে অপর দেশে পৌঁছানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এবং সেই স্থান ছেড়ে আসবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটবর্তী থানায় লিখিতভাবে জানাতে হয়।

৪। **'ডি' ক্লাস ভিসা**—সরকারী কর্মচারী বা সরকারী কাজের জন্য প্রেরিত কোন লোক অথবা সরকারের কূটনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে যাঁরা এক দেশ থেকে অপর দেশে যাতায়াত করেন, তাঁদের বেলায়ই কেবল এই শ্রেণীর ভিসা দেওয়া হয়।

৫। **'ই' ক্লাস ভিসা**—দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অবিরত যাতায়াতকারী স্টীমার, রেলগাড়ী কিম্বা বিমান বিভাগে যাঁরা চাকরি করেন, তাঁদের অনবরতই এক দেশে সীমা পেরিয়ে অপর দেশে যেতে হয়; এই জাতীয় কর্মচারীরা 'ই' ক্লাস ভিসা পেতে পারেন। এই ভিসা নিয়ে তাঁরা নির্দিষ্ট পথে যতবার ইচ্ছা যাওয়া আসা করতে পারেন। এছাড়া নিজস্ব ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে যাঁদের প্রায়ই আসা যাওয়া করতে হয় তাঁরাও এই ভিসা পেতে পারেন। তবে এই সব ব্যবসায়ীর বেলায় অপর দেশে উপস্থিতির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এবং রাষ্ট্র ত্যাগের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই লিখিতভাবে স্থানীয় থানায় খবর দিতে হবে।

৬। **'এফ' ক্লাস ভিসা**—সরকারী বা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার জন্য অথবা স্বামী বা স্ত্রী

ভিন্ন দেশে তিন মাসের বেশী থাক্‌তে চাইলে তাঁদের এই শ্রেণীর ভিসা করতে হয়। এই ভিসা যাঁরা করবেন তাঁদের নির্দিষ্ট পরীক্ষা ঘাঁটি দিয়ে অন্য রাষ্ট্রে ঢুকতে হবে এবং সেখানে নাম রেজেস্ট্রী করাতে হবে।

৭। **'ট্রানজিট' ভিসা**—যে সব লোকের চলার পথে কোন দেশের ভিতর দিয়ে নদী, রাস্তা, রেল ও বিমান পথ পার হতে হয় বা যান বদলাতে হয় তাঁদের জন্যই এই ভিসা দেওয়া হয়। এই ভিসার মেয়াদ ৩০ দিনের বেশী নয়।

৯। **জাহাজী নাবিকদের ব্যবস্থা**—নাবিকদের সংগে সার্টিফিকেট থাকে। এঁরা অন্য কোন দেশের বন্দরে উপস্থিত হ'লে কোন পাশপোর্ট বা ভিসা লাগে না। তবে যদি তাঁরা কোন বন্দরে নাম্‌তে চান্‌ তবে তাঁদের ঐ সার্টিফিকেটের বদলে পারমিট্‌ করিয়ে নিতে হয়।

যদি কোন বিশেষ কারণে ভিন্ন দেশে গিয়ে ভিসার মেয়াদ পার হয়ে যায় তখন ফিরে আসবার উপায় কি ?

যদি একজন লোকের অন্য দেশে গিয়ে অসুখ বিসুখ বা অন্য কোন বিশেষ কারণে ভিসার মেয়াদ পার হয়ে যায় তবে তাহার আবার নূতন করে কিছু দিনের সময় বাড়াবার জন্য দরখাস্ত করতে হবে এবং সেই সংগে ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার আগে যেতে না পারার কারণ নির্ভরযোগ্য সার্টিফিকেট ও ফি বাবদ এক টাকা সাত আনা যে সরকার থেকে ভিসা নেওয়া হয়েছিল সেই সরকারের প্রতিনিধি অফিসে জমা দিতে হয়। এই ভাবে ফিরে আসবার জন্য আবার কিছু দিনের সময় পাওয়া যেতে পারে।

১১। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট কি ?

এক দেশের লোক যদি নিজের দেশের নাগরিক অধিকার ত্যাগ করে অপর দেশে গিয়ে সেখানকার নাগরিক হয়ে সেই দেশে বসবাস করতে চান, তাহলে তাঁকে নিজের দেশে অপর দেশের যে হাই কমিশনার অফিস আছে সেখানে নিজ দেশ ছেড়ে অপর দেশে গিয়ে বসবাস করবার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে একখানা দরখস্ত ও এক কপি ফটো আট আনা ফি সহ জমা দিতে হয়। ঐ অফিস থেকে তখন যে একটা অনুমতি পত্র পাওয়া যায় তাকে বলে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট্।

১২। একবার মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট নিয়ে দেশ ত্যাগ করে চলে গেলে আবার সেই দেশে যাওয়া যায় কি ?

তখন সেই দেশে যেতে হলে যে দেশে চলে আসা যায় সেই দেশের সরকারের কাছ থেকে পাশপোর্ট এবং যে দেশ ছেড়ে আসা হয় সেই সরকারের কাছ থেকে ভিসা নিয়ে ভিন্ন দেশীয় লোক হিসাবে আসা যায়।

দ্রষ্টব্য ঃ দরখস্ত, ফটো ও ফি বাবদ পোষ্টাল অর্ডার কিনে ডাকে পাঠিয়ে আবার ডাক মারফতই পাশপোর্ট ও ভিসা ইত্যাদি পাওয়া যায়।